পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির মুখপত্র

ভূমিবার্তা

৩৬ বর্ষ, পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৮

সম্পাদকমন্ডলী
গৌতম তালুকদার, কিশোর কুমার বিশ্বাস,
সুরজিৎ চন্দ্র, অঞ্জন ঘোষ

সম্পাদক
অনিন্দ্য বিশ্বাস

সহ সম্পাদক
অমিত শঙ্কর দাস মজুমদার

প্রকাশক
দেবাশিস সেনগুপ্ত
পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার
আধিকারিক সমিতির পক্ষে।

কার্যালয়
২৩৮, মানিকতলা মেইন রোড, ফ্ল্যাট -১০,
কোলকাতা-৭০০০৫৪।

অক্ষর বিন্যাস ও রূপায়ণে
কলাভবন অ্যাডভার্টাইজিং

মুদ্রণে
ইন্ডিয়ান আর্ট কনসার্ন
১, ডেকার্স লেন, কলকাতা - ৭০০০৬৯

সূচিপত্র

সূর্য্য নির্বাপিত হবে না ২

ঠগ্ ৫

ছিন্নমূল ৮

Home ১০

Sea Prayer ১২

হাশেম আল-সৌকির বার্তা ১৪

Royalty - Cess and Other Govt.Dues on Minor Minerals ১৬

সমিতির পত্র ২৪

সূর্য্য নির্বাপিত হবে না ....

বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত

সমস্ত লড়াইকে পিছে ফেলে রেখে সূর্য্য কর্মকার — আমাদের সূর্য্য, আমার সূর্য্য চলে গেল। কঠিন লড়াই, ব্রেন টিউমার। এতটাই কঠিন যে অপারেশন পর্যন্ত করতে পারেন নি ডাক্তারেরা। কোনমতে বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে সূর্য্যকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল বেশ কয়েকদিন। সান্ত্বনা একটাই, মানুষ তো চরম দুঃখের মধ্যেও সান্ত্বনা খোঁজে, সর্বোচ্চ চিকিৎসা হয়েছে সূর্য্যের। ওর স্ত্রী, ওর মেয়ে, অন্য অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বান্ধবেরা ওর পাশে ছিল। আর অবশ্যই ছিল আমাদের দীপক (চক্রবর্তী) আর গৌতম (তালুকদার)। যে মুহূর্তে ওরা সূর্য্যের অসুস্থতার খবরটা কানে শুনেছে, সে মুহূর্তেই ছুটে গিয়েছে ওর পাশে এবং তারপরে শেষ দিন পর্যন্ত ওর পাশে ওর পরিবারের পাশে থেকেছে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে অনেকটাই দায়দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে।

সূর্য্যকে সমিতির আজকের প্রজন্ম হয়ত চেনে না, কিছুটা যারা মধ্যবয়সী, যাদের অনেকের হাতে এখন সংগঠনের দায়দায়িত্ব, তারা ওর কথা জানে। সূর্য্য ওর চাকরিজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভূমি সংস্কার দপ্তরে ছিল না, মাঝপথে সিভিল সার্ভিসে প্রমোশন নিয়ে চলে গিয়েছিল। কাজেই না চেনাটা স্বাভাবিক।

কিন্তু শুধু এটুকু বললে সূর্য্যের প্রতি, এমনকি সমিতির প্রতিও সুবিচার করা হবে না। সমিতি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যয়ন আর চেতনার সাহায্যে গড়ে উঠেছে, সূর্য্য তাদের একজন, পুরোভাগে থাকা একজন। ১৯৭৪ সালে চাকরিতে যোগদান। প্রথম পোস্টিং বীরভূম জেলাতে। প্রচুর তরুণ কানুনগো (আজকের রেভিনিউ অফিসার) হিসেবে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে চাকরিতে যোগ দিয়েছে, গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে, হঙ্কা ক্যাম্পে কাজ করছে, খানাপুরি বুঝারাতের কাজ করছে, মেস্ করে থাকছে। সূর্য্যের বাড়ী হাওড়ার আন্দুলে। সেখান থেকে বীরভূম। মেস্ করে থাকা, পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, চাকরির সুবাদে।

তবে সূর্য্য বিচ্ছিন্ন থাকার লোক ছিল না। ওর মেলামেশা করার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম, ও লোকের সাথে মিশত। চরিত্রের মধ্যে এমন এমন আকর্ষণীয় দিক ছিল, লোকে সহজেই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। মিষ্টভাষী শিক্ষিত, ভদ্র এবং সর্বোপরি অসম্ভব পরোপকারী সূর্য্য বীরভূমে ওর সহকর্মীদের মনের মধ্যে সহজেই একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। সমিতি তখনও সেভাবে সংহত হয়ে গড়ে ওঠেনি, অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, কিন্তু সবার সাথে সবার যোগাযোগ রাখার একটা প্রবণতা ছিল, একটা বন্ধুত্বের পরিসর গড়ে উঠেছিল, একের পাশে অপরের দাঁড়ানোর অভ্যাসটা গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীকালে সমিতির বিকাশে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল আর বীরভূমের প্রথমদিকে যারা এই পরিবেশটাকে গড়ে তুলেছিল সূর্য্য ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম, হয়ত অজান্তেই সূর্য্য বীরভূমে সমিতির ভবিষ্যতের ভিত গঠনের কাজটি করে দিয়েছিল। বছর তিনেক বীরভূমে ছিল কিন্তু ওরই মধ্যে সবার মাঝে, বিশেষ করে সহকর্মীদের মাঝে একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল।

এরপরে ও বদলি হয় কুচবিহারের এক প্রত্যন্ত জায়গাতে — শীতলকুচিতে। কুচবিহারেই সূর্য্যর সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় ভালোভাবেই পাওয়া যায়। অসম্ভব প্রতিবাদী এবং বহু গুণের অধিকারী সূর্য্য সংগঠন গড়ে তোলার জন্য কিরকম পরিশ্রম করেছে ওই সময় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কুচবিহার তখন আরো দুর্গম, শীতলকুচি দুর্গমতর। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতে ঘুরে ঘুরে সংগঠন করেছে। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি-কুচবিহার এই তিন জেলার কেন্দ্রিয় সাংগঠনিক সম্পাদক ছিল এবং আক্ষরিক অর্থেই এই তিনটি জেলার সংগঠনকে দাঁড় করিয়েছে, সংগঠক তৈরী করেছে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে কিন্তু নেতা সুলভ আচরণের কোনরকম বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেয়নি। প্রকৃত অর্থে সেই সময় দূরবর্তী জেলা থেকে পোস্টিং পাওয়া কানুনগোদের বন্ধু, দাদা, অভিভাবক এই প্রত্যেকটি ভূমিকা ও পালন করেছে। শুধু এই তিনটি জেলাতে নয়, সাথে মালদা, উত্তর দিনাজপুর (তখনও ভেঙে দঃ দিনাজপুর হয় নি) জেলাতেও ও সংগঠন গড়েছে। সমিতিতে যখন দুই লাইনের লড়াই তীব্র, বন্ধু সরকারের তত্ত্বের বিরোধিতা সবচাইতে বেশী যে জেলাগুলি থেকে হয়েছিল তার অন্যতম উত্তরবঙ্গের ঐ পাঁচটি জেলা যার অবিসংবাদিত নেতা তখন সূর্য্য, সূর্য্য কর্মকার। ১৯৮৩ সালে আপোষপন্থী সরকারপন্থী নেতৃত্বকে প্রতিনিধিত্বমূলক ভোটে (অর্থাৎ ডেলিগেটদের ভোটে) পরাজয় স্বীকার করতে হয়। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা থেকে একজনেরও ভোট তারা পায় নি।

একথা ঠিক, সমিতির আদর্শগত ভিত্তি তৈরী হয়েছে এবং বিকশিত হয়েছে যৌথ নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে কিন্তু ওই যৌথ নেতৃত্ব ও ভিত্তি গড়ে তুলতেও কোন কোন ব্যক্তি ঐতিহাসিক

ভূমিকা পালন করেছেন। সুদূর দুর্গম উত্তরবঙ্গে সমিতির আদর্শগত বার্তা তৈরী করতে সূর্য্যর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। পরবতীকালে সমিতির গঠনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সংগঠন চিরকালই চেতনা সমৃদ্ধ থেকেছে। এক ঝাঁক আদর্শবাদী সংগঠক তৈরী হয়েছে, আলাদা করে কোন নাম উল্লেখ করছি না এখানে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য এই গড়ে ওঠার পিছনে যার ভূমিকা সবচাইতে বেশী সে ওই সূর্য্য কর্মকার। ওর মূল্যয়নে খুব বেশী করে স্বীকৃতি দিতে হবে এই ভূমিকাটার।

পরবর্তীকালে সূর্য্য কুচবিহার থেকে বদ্‌লি হয়। বিভিন্ন জায়গাতে ও কাজ করেছে। আলিপুরে আরবান ল্যান্ড সিলিং দপ্তরে থাকার সময় গোটা পশ্চিমবাংলাতে সংগঠনকে দাঁড় করাবার ব্যাপারে সূর্য্য বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। সক্রিয়ভাবে সমিতির সংগঠক হিসেবে কাজ করার সাথে সাথে ও সরকারী কাজও করতো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। ভূমি সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণের প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে মানুষের সাথে বিশেষত: প্রান্তিক মানুষদের সাথে মেলামেশা করা, তাদের আস্থা অর্জন করা। এই পরিকাঠামোতে সেই প্রয়াসটা অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় কিন্তু সূর্য্য ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছিল। আমি ওর সাথে শীতলকুচিতে গিয়েছি, থেকেওছি দু'একদিন (সালটা ঠিক মনে নেই তবে ১৯৮০ সাল নাগাদ বোধহয় হবে)। নিজের চোখে দেখেছি ওর সাথে সাধারণ মানুষের মেলামেশা। কেউ ওর চাচা, কেউ ওর মামা। কেউ ওর দাদা। সবার সাথে সমান আন্তরিকতা নিয়ে কথা বলছে, সমস্যার কথা শুনছে, শুধু কাজের কথা নয়, অনেক ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সমস্যার কথাও। বস্তুতঃপক্ষে কেউ যদি গন্তব্যস্থলে দশ মিনিটে পৌঁছতে চান এবং যদি সূর্য্য সাথে থাকে (আর থাকবে না!) তবে নিশ্চিতভাবে সেই পথ পরিণত হোত একঘন্টার যাত্রাপথে। মাঝে বিভিন্ন পরিচিত, আধাপরিচিত এমনকি অপরিচিতের সাথেও সূর্য্য-র বাক্য বিনিময়, কথোপকথন ছিল অবধারিত। ভূমি সংস্কার দপ্তরে সূর্য্যর সবচাইতে বড় অবদান বোধ করি সার্ভে বিল্ডিং-এ লাইব্রেরীর পূনর্নির্মাণ ও পুনর্বিন্যাস। আগে লাইব্রেরিতে ঢোকা যেত না, সত্যি কথা বলতে, ঐ বিশাল ঘরটা যে আদতে একটা লাইব্রেরি সেটা বোঝা ছিল দুঃসাধ্য, স্তুপিকৃত জঞ্জাল, জায়গায় জায়গায় পুরনো দিনের আলমারি আর আসবাবপত্র ঠাসাঠাসি করে রাখা ছিল, তাও কে রেখেছে, কতদিন আগে রেখেছে কে জানত? সূর্য্য ওখানে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েই পুনর্বিন্যাসে মন দিল, লাইব্রেরিটাকে লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তুলল, মুখে ফেট্টি বেঁধে জঞ্জাল সাফ করতে আমি নিজের চোখে দেখেছি। যে লাইব্রেরি দেখে আগে আঁৎকে উঠেছি, সেই ঘরটাই সূর্য্যের হাতের ছোঁয়ায় হয়ে উঠল মুক্ত বাতাস নেবার জায়গা। ভুল বললাম, শুধু হাতের ছোঁয়ায় এটা হয় নি, এর সঙ্গে ছিল হৃদয়ের অনুভূতি।

সূর্য্য খুব বই ভালবাসত। একটা অনুসন্ধিৎসু মন ছিল ওর সহজাত, বিশেষ করে পুরাতত্ত্ব, পুরনো দিনের সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতি এগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। লাইব্রেরিতে অনেক গবেষক আসতেন, বিশেষ করে ভূমি ব্যবস্থা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁরা গবেষণার রসদ খুঁজতেন। একই বিল্ডিংয়ে অর্থাৎ সার্ভে বিল্ডিংয়ে পোস্টিং পাবার সুবাদে (তখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা অফিসের সেটেলমেন্ট বিভাগটা সার্ভে বিল্ডিং-এ ছিল) তাঁদের সাথে আলোচনায় ডাক পেতাম। তখনই দেখেছি কি অনাবিল সাচ্ছন্দ্যে সূর্য্য তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছে, তাঁদের সমৃদ্ধ করছে। এই জ্ঞানপিপাসা ওর মধ্যে থেকে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত, এমনকি ওর অসুস্থ অবস্থাতেও ও বিভিন্ন বইপত্র, ম্যাগাজিনের খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছে নিয়মিতভাবে। আর সূর্য্যর অসাধারণ রসবোধ তো কিংবদন্তি হয়ে আছে। সবদিক দিয়েই জীবনরসিক। কথাবার্তায় সবাইকে মাতিয়ে রাখা, নিষ্পাপ খুনসুটি, যারা ওর সঙ্গে মিশেছে তারা ভুলতে পারবেনা। সমিতিতে যখন মতাদর্শগত বিরোধ তুঙ্গে তখন মিটিমিটি করে হেসে সবটা শোনার পরে বিরুদ্ধপক্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বলা— তুমি বলেছ অনেকক্ষণ ধরে তার জন্য বাহবা। কিন্তু গোটাটাই ভুল বলেছ- সেই ব্যক্তিকে তাতিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পরক্ষণেই তাকে জড়িয়ে ধরে হ্যাঁগো, তুমি কি আমার উপরে রাগ করেছ? আমি তো তোমার ভালর জন্যই বলেছি যাতে তুমি নিজেকে শুধরে নিতে পার। বাচনভঙ্গী এমনই যে উল্টোদিকের ব্যক্তিটি বেশীক্ষণ রাগ পুষে রাখতে পারত না। এরকম অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি মনের মধ্যে আসছে। আর হাসিমুখে থানায় রাত কাটানো সে বোধহয় একমাত্র সূর্য্যের পক্ষেই সম্ভব! বিয়ের পরে বৌকে নিয়ে হানিমুনে গেল দীঘাতে, ওখানে তখন লোকে লোকারণ্য, সূর্য্য যথারীতি কোন বুকিং করে যায় নি ফলে কোন হোটেলে জায়গা মেলেনি। ও সোজা সস্ত্রীক চলে গেল থানাতে। বড়বাবুকে বলল, কোথাও জায়গা পাইনি। তিনদিন আমার মালপত্র আপনার থানায় থাকবে। আমরা দিনের বেলায় থাকব না, ঘুরে বেড়াব, রাতে যদি থানায় থাকতে দেন তবে থাকব নইলে সিবিচ্ (সমুদ্রতট)-এ বসে রাত কাটিয়ে দেব। বড়বাবু তো হাঁ। জীবনে তিনি এরকম পরিস্থিতিতে পড়েন নি একথা খুব জোর দিয়ে বলা যায়। তিনি থানার নিয়ম কানুন বোঝানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু সূর্য্যকে কে আটকাবে! অবশেষে বড়বাবু নিয়মের বেড়াজাল ভেঙ্গে ফেলে দাপুটে পুলিশ থেকে স্নেহশীল পিতায় রূপান্তরিত হলেন। সূর্য্য হয়ে গেল জামাই আর ওর স্ত্রী হয়ে গেল মেয়ে। তিনি নিজের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন এবং কড়া হুকুম দিলেন নজর রাখতে যাতে ওঁর মেয়ে জামাইকে কেউ ডিস্টার্ব না করে। সূর্য্য আক্ষরিক অর্থেই জামাই আদরে হানিমুন কাটালো!

এই হল সূর্য্য। যে কোন পরিস্থিতিকে খুব সহজভাবে মোকাবিলা করা সূর্য্য। কিন্তু সূর্য্য ওর চাকরিজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগঠনে রইল না, সিভিল সার্ভিসে প্রমোশন নিয়ে চলে

গেল। ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক কারণ সূর্য্য-র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এটি খাপ খায় না। না বাড়বে মাইনে না বাড়বে অন্য কোন সুযোগ সুবিধা, পক্ষান্তরে একটা নতুন পরিবেশে জুনিয়র হিসেবে যোগদান করতে হবে। সংগঠনের কথা তো নয় বাদই দিলাম, যদিও সমিতির সাথে সূর্য্যর যা সম্পর্ক তাতে সমিতিকে বাদ দেওয়া যায় না কারণ যাদের জীবনের সাথে সমিতি ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে গিয়েছে নানা ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও, সূর্য্যকে তাঁদের মধ্যে একজন হিসেবেই মনে করা হোত। সেই সূর্য্য সিভিল সার্ভিসে চলে গেল, ফলত সমিতিতেও আর রইল না। ও হয়ত ভেবেছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সিভিল সার্ভিসে গিয়ে মানুষের জন্য আরো বেশী করে কাজ করতে পারবে। কাজের তুল্যমূল্য বিচারে যাচ্ছি না কিন্তু সমিতিগত পরিবেশটি সূর্য্যর পক্ষে আদৌ সুখকর হয় নি বলাই বাহুল্য। সিভিল সার্ভিসের অ্যাসোসিয়েশনে সূর্য্য সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল, গড়তে চেয়েছিল পাশে থাকার পরিবেশ, অনেকটা আমাদের সমিতির মত, কিন্তু আমাদের সমিতির মত বাঁধন, মতাদর্শগত ভিত্তি, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার রসদ সূর্য্য ওখানে পায়নি, স্বাভাবিকভাবেই একা হয়ে গিয়েছিল। খুব প্রকাশ্যে কখনই এ নিয়ে আক্ষেপ করে নি কিন্তু যখন দেখা হোত ওর শরীরী ভাষায় কষ্টটা বোঝা যেত। যখনই সুযোগ পেয়েছে পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা করেছে, প্রত্যেকের খুঁটিনাটি খবর নিয়েছে, অবসর গ্রহণের পরে আমাদের রিটায়ার্ডদের পুনর্মিলনে কাটোয়া গিয়েছে, হৈ চৈ করে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে।

শেষ দিন পর্যন্ত না থাকলেও যতদিন ছিল নিঃস্বার্থভাবে সমিতিকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে। আগেই বলেছি, সমিতি গড়ে ওঠার প্রথম দিকে সূর্য্য-র ভূমিকা ছিল অবিস্মরনীয়, আক্ষ রিক অর্থেই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অন্তত: আমার সে ক্ষমতা নেই। সূর্য্যকে আমাদের প্রজন্ম মনে রাখবে এক সৎ, আদর্শবাদী, প্রাণোচ্ছল, পরোপকারী মানুষ হিসেবে। পরবর্তী প্রজন্ম যারা সূর্য্য-কে চেনে, কাছ থেকে দেখেছে তারাও এই মূল্যায়ণ সম্পর্কে দ্বিমত করবে না আর সমিতি মনে রাখুক গড়ে ওঠার সময়কার একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে।

সূর্য্যর স্মৃতি আমাদের রুক্ষ শীতে উত্তাপ দেবে, প্রচণ্ড দাবদাহে শীতল করবে। ■

(লেখক 'ভূমিবার্তা'র প্রাক্তন সম্পাদক)

(নিম্নোক্ত ছোটগল্পটি 'ভূমিবার্তা'র ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সমিতির প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত সূর্য্য কর্মকার লিখিত সেই ছোটগল্পটিই তাঁর স্মৃতিতে এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল।)

ঠগ্

সূর্য্য কর্মকার

হাটে যাবার আগে যে ফাঁকা জায়গাটা জোয়ান মরদের মত বুক চিতিয়ে পড়ে আছে ওখানে আজকেও লোকের বেশ ভীড় দেখে গজেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ভীড়ের দিকে। গিয়ে দেখল এই সন্ধ্যেবেলায় আজও একটা লোক ওখানে সাপ খেলা দেখাচ্ছে। দেখে ওর বেশ ভালই লাগল। গজেন আজ সারাদিন বিশেষ কাজকর্ম পায়নি। যাহোক আপাততঃ একটা সময় কাটাবার জায়গা পাওয়া গেল। ও সাপ খেলানো দেখছিল আর মনে মনে বলছিল — জয় বাবা মাশান, আজি মোর ওজগারপাতি না হয়! লোকটার হাতত্ থিকা তোমরা একবার লতাটো ছাড়ি দেন, এলায় মোর কিছু ওজগার হয়! জয় বাবা মাশান।

কয়েকদিন আগে অন্য একটা লোক এইরকম সাপ খেলাচ্ছিল একটা দাঁড়াল সাপ নিয়ে। সাপটা ছিল খুব তেজী। হঠাৎ লোকটার হাত পিছলে সাপটা বেরিয়ে যেতেই চারপাশে ঘিরে থাকা লোকজন ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। ভীড়ের ধাক্কায় দু'চারজন পড়েও গিয়েছিল মাটিতে। তার মধ্যে ছিল জে.এল.আর.ও. অফিসের বড়বাবু। হঠাৎ ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে গিয়ে পকেটের পয়সা-কড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার। আর গজেনও সেই সুযোগে কিছু কুড়িয়ে নিয়ে সট্‌কে পড়েছিল। একটা কাঁচা টাকা সমেত দু'টাকার মতো পেয়েছিল, বড়বাবু তখন ছড়িয়ে যাওয়া কাগজপত্র কুড়োতেই ব্যস্ত। অন্য কারো হলে গজেন হয়তো পুরোটা নিত না, কিন্তু বড়বাবু গজেনকে সরকারী খাস জমি পাইয়ে দেবে বলে কুড়ি টাকা নিয়েছিল প্রায় বছর দুয়েক আগে। অথচ আজও গজেন জমি পায়নি। তাই গজেন ও টাকাটা নিয়ে সট্‌কে পড়তে কোন বিবেকের দংশন অনুভব করেনি সেদিন। বরং বিল্টু সাহার দোকানে গিয়ে মৌজ পরে পরটা আর চা খেয়েছিল।

আজও তাই সময়মত ব্যবস্থা নেবার আশায় গজেন ভীড়ের ভেতরে একটু এগিয়ে একটা প্যান্ট সার্ট পরা ছোকরামত লোকের পিছনে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই লোকটা ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে। গজেন লোকটাকে বেরোতে দেখে একপাশে সরে দাঁড়ায়। ছোকরা লোকটা এখানকার কানুনগো সাহেব। এই থানা শহরে জরিপের কাজ শুরু হয়েছে। নতুন এসেছেন ভদ্রলোক। কানুনগোকে দেখে গজেন একটু অপ্রস্তুত হয়, কানুনগো সাহেব বলেন — কি গজেন কাগজের টাকাটা দিলে নাযে ?

গজেন কাচুমাচু মুখ করে বলে —মুই কি ভাল থাকার পারি এলায় মোর ওজগারপাতি কিছু না হয়। ওজগার হলিই না তোমার টাকাটা শোধ করি।

কানুনগো একটু প্রশয়ের হাসি হেসে বলে — আর তোমার ওজগার হয়েছে আর টাকাও দিয়েছ। তোমার দ্বারা কিছু হবে না। কেবল গুয়াপান খাচ্ছো, বিড়ি খাচ্ছো আর এদিকে সেদিকে ঘুরছো। ক্ষেতে-খামারে কাজের চেষ্টাতো করতে পার।

- কাজ কোটে যি পাই আর কায় বা কাজ দেয়? আইজতো মুই পঞ্চাতবাবুর এতবড় ভারটা বাজার করি আনলু, মোক তো কিছুই না দেয়। টিস্যার জ্বালায় ভরা পেট শুধু জল খালুঙ।

গজেনের এখন এখান থেকে কেটে পড়তে ইচ্ছে করে, অথচ কানুনগো সাহেবের সামনে থেকে যেতেও পারেনা। কারণ ও খুব ঠেকায় পড়লে আটআনা একটাকা ওর থেকেই পায়।

- তুমি কুড়ি টাকা নিলে ডিমের ব্যবসা করবে বলে, অথচ ব্যবসাও করলে না ডিমও দিলে না। কাগজ নিয়ে গেলে বিক্রী করে টাকা দেবে বলে তাতেও চারটাকা বাকী রাখলে। বললে পরে দেবে, তাও দিলেনা। তারপর আর দেখাও করলে না, এভাবে কতদিন চলবে?

গজেন-এর কোন উত্তর খুঁজে পায় না। অপ্রতিভ হয়ে নিঃশব্দে মলিন হেসে বলে — আইজ্ঞা মুই তো নেকা পড়া না জানা মুখ্যু মানষির ঘর! মুইতো দেবার চাও। এলায় ওজগারপাতি না হলি মুই কেমন করি দেয়? তোমরাই কও ক্যানে? এককুড়ি দুইটা ডিম সাহার হোটেলে বিকাইলাম, উ দেওয়ানির ঘর ছয়টাকা কাটিলেন। জিগাইলে কয় ছয় টাকা ধারত্ খাওয়া ছিল্।

- তুমি কাজ করবে না ধার খাবে আর হাতে পেলে তোমার থেকে টাকা কাটবে না এমন বোকা কেউ আছে? কেইবা তোমায় রোজ রোজ দেবে? তারপর হাসতে হাসতে বলেন, তুমি এইভাবে লোকের থেকে টাকা পয়সা নিয়ে দাওনা বলেই লোকে তোমাকে গজেন ঠগ বলে। এটাতো ভাল নয়। আমার দু'চারটাকা তুমি না হয় নাই দিলে।

অন্য কেউ 'ঠগ' বললে গজেন এতক্ষণ তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করা শুরু করত মুখ খারাপ করে। কিন্তু কানুনগো সাহেবকে ও অন্য চোখে দেখে, শুধু মনে মনে বলে —ঐল্লা কথা তোমরা না কন ছার, মনে লাগে। মোক তো তোমরা 'ঠগ্' কইবার পারেন, জেলার অফিসের বড়বাবুরে কইবার পারেন না, পঞ্চাতবাবু মোক বেবাক মাগ্না খাটায় তোমরা কইবার পরেন না। মতি শা শেষ টুকুন জমি বন্ধকী লিখিল খাস কবলা করায়! কায় বা উদের ঠগ কইতে পারেন? আসলে ধুতি যেইটে সেইটে সেলাম,

নেংটি পেদ্দার আদর নাই। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ও হঠাৎ নীচু হয়ে কানুনগোর পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে।

- একি হচ্ছে একি করছ? বলতে বলতে কানুনগো আরও কয়েক পা এগিয়ে আসেন। গজেন বলে - মুই বাজারের কুটা! মোর রূপায় একটা করি দেন বাবু। আমি কি করব, তুমি বরং

হাটের দোকানে-টোকানে কাজের চেষ্টা করো, বলে উনি সিগারেট ধরান গজেন ভাবে এই-ই সুযোগ। ঠিকমত বলতে পারলে হয়ত কাজটা হতেও পারে। তাই আস্তে আস্তে বলে- যদি অভয় দেন তো মুই কবার পারি। হাটের দোকানে-টোকানে কাজের চেষ্টা করে। বলে উনি সিগারেট ধরান গজেন ভাবে এই-ই সুযোগ। ঠিকমত বলতে পারলে হয়ত কাজটা হতেও পারে। তাই আস্তে আস্তে বলে- যদি অভয় দেন তো মুই কবার পারি।কানুনগো চুপ করে থাকেন। গজেন বলে —মোর যি ভাইটো কুচবিহারে থাকে মোক কয় যে শহরের হোটেলে লোক লাগিবে। মুই যাবার পারলে কাজটা হয়, আশিটাকা মাইনে।

— তাহলে এখানে এখনও আছ কেন? যাও কোচবিহারে চলে যাও।

এখানে কেউ তোমায় কাজ দেবে না। - মুই তো যাবার চাঙ এলায় টাকা টাকা কোটে পাই, তোমরা কয় টাকা দিলেই না মুই যাবার পারি। তোমরা এলায় দশটাকা দেন ক্যানে।

কানুনগো হেসে বলে — ভাল বুদ্ধি করেছ। তোমায় আমি চিনি না? টাকাটা দোব তারপর কয়েকদিন তুমি সাগাই বাড়ি যাবে তারপর আবার আসবে তোমায় আর আমি টাকা দিচ্ছি না, তোমার কোন কথা আমি বিশ্বাস করি না।

এমন সময় ওখানে রজবালা এসে হাজির হয়। রজবালা গজেনেরই গ্রামের মেয়ে। কানুনগো সাহেবের রান্না করে। কানুনগো সাহেব রজবালাকে রান্না করতে দিয়ে সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিল। রজবালা এসেছে ঘরের চাবি দিতে। ছোট্ট জায়গা, হাটের কছেই যা কিছু দোকান, সরকারী অফিস, তাই খুঁজে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। কানুনগো সাহেব রজবালার থেকে ঘরের চাবি নিয়ে পকেট থেকে পঁচিশটা টাকা বার করে রজবালাকে দেন, রজবলার মাইনে নতুন চকচকে, পাঁচটা পাঁচ টাকার নোট রজবালা গুনে নিয়ে আঁচলের খুঁটে বাঁধে। গজেন ভাবল কানুনগো সাহেব বোধহয় ওকে পাঁচ টাকা না হোক দু-এক টাকা দেবে। কিন্তু তা হল না। রজবালাকে মাইনে দিয়েই কানুনগো সাহেব চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। গজেনের ইচ্ছা হল আর একবার টাকার কথা বলে, আসলে রজবালার সামনে টাকা চাইতে ওর লজ্জা করল। ও ভাবল ও রজবালার থেকে পাঁচ টাকা ধার চাইবে। রজবালা হারিকেনটা নিয়ে পলতেটা একটু বাড়িয়ে দু-এক পা এগিয়ে গিয়েও একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, মুই তো ঘর যাঙছেল্ তোমরা না যাইবেন বাহে?

গজেনের ইচ্ছা ছিল বাজারটা ঘুরে আরও একটু দেখে। যদি পরিচিত কারও থেকে টাকা পয়সা কিছু পাওয়া যায়। এখন ভাবল রাস্তায় এক সঙ্গে যেতে যেতে যদি রজবালার মনটাকে ভিজিয়ে কয়েক টাকা পাওয়া যায় মন্দ হয় না। রজবালার বাড়ীর দিকে রাস্তাটা ঝোপ জঙ্গলে আর বাঁশঝাড়ে ভর্তি। জায়গাটা পার হতে ওর খুব ভয় করে। গত বছর একটা বছর আষ্টেকের মেয়ের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপিয়ে ওর স্বামী একটা কমবয়সী মেয়ের সঙ্গে কোথায় চলে গেছে, তখন থেকেই রজবালা বন্দরে লোকের বাড়ী কাজ করে সংসার চালায়। অনেকেই দু একদিনের জন্য ওর কাছে আসতে চেয়েছে, ও রাজী হয় নি। কারণ ঐ সব দুর্নাম থাকলে বন্দরে বাবুদের বাড়িতে কাজ পাওয়া যায় না। কিন্তু আজকাল রজবালার বড় একা লাগে নিজেকে। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে ওর বড় ভয় হয়। ভাবে ওর যদি মেয়ে না থেকে একটা ছেলে থাকত তাহলে তাকে যেমন করে হোক মানুষ করতে পারলে বুড়ো বয়সে একটা দেখার লোক থাকত। এই কাথাটা আজকাল ও অনেকের কাছেই প্রকাশ করে ফেলে, তাছাড়া এটাতো সত্যি যে একা একা ভালও লাগে না। গ্রামে তো ওর মতো একা একা কেউই নেই। গজেনকে চুপ করে থাকতে দেখে রজবালা বলে, বাঁশবাড়ির কাছটোয় মোকে ডর লাগে বাহে। তোমরা যাইবার চান, তো মোর টুকুস ভাল্ হয়।

গজেন বোঝে ও সঙ্গে গেলে রজবালা খুশী হবে। বলে, তোমরা একটা বিড়ি দাও ক্যানে।

রজবালা কোমরের কষি থেকে একটা বিড়ি বার করে গজেনকে দেয়। বন্দর থেকে বেরিয়ে ওরা মেঠোরাস্তা ধরে চলে গ্রামের দিকে। গজেন বিড়ি টানে, আগে আগে চলে, পিছনে রজবালা। রজবালার দোদুল্যমান হারিকেনের আলোয় তাদের ছায়া দুটো একাকার হয়। চলতে চলতে রজবালা বলে তোমরা কাজকর্ম নাই করেন বাহে তো ওজগার হয় কি করিয়া। ওর গালয় সহানুভূতির সুর, বোধহয় কানুনগো সাহেবের কথা কিছু শুনে থাকবে, গজেন বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে বলে, মোক তো এলায় কুচবিহারে যাবার কয়। যাইলে তো হোটেলের কাজ পাই। এলায় টাকা কোন্টে পাই যে যাই। তোমরা এলায় খরচটা দ্যাও ক্যানে। — মুইবা কোন্টে পাই। কেজিও সাহেব দেয় পঁচিশ টাকা। আর বাবুদের বাড়ি বাসন মাজিয়া পাই পনের টাকা মোরা দুইটা মানষির ঘর। কও ক্যানে মোর চলে ক্যাং করিয়া। মোর একটা ছেলেও নাই যি বড় হয়্যা মোক খাইবার দিবে।

রোগে ভুগে দুবছর আগে বউ মারা যাবার পর গজেন আর বিয়ে করে নি। অবশ্য ওদের সমাজে আনুষ্ঠানিক বিয়ে না করেও এক সঙ্গে থাকা যায়। ও তাও করে নি। আর যার কোন রোজগার পাতির ঠিক নেই তাকে বিয়ে করতে চাইবেই বা কে? অনেক দিন পরে একজন প্রায় যুবতী মেয়ের সঙ্গে হাঁটতে গাজনের বেশ ভালই লাগছিল। বাবুদের বাড়ি কাজ করে রজবালা গ্রামের মেয়েদের থেকে একটু আলাদা। রজবালা হাঁটতে হাঁটতে ওর কাছে গিয়ে

পড়লে গজেন একটা অন্যরকম গন্ধ পায়। ওর বেশ ভালো লাগে। ও বলে কুচবিহারে হোটেলে মোক আশি টাকা মাইনে দিবার কয়। মুই যাইতে পারি তো কাজটা হয়।

কথা বলতে বলতে ওরা গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে পড়ে। বাড়ির কাছাকাছি এসে রজবালা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলে তোমরা সত্যই যাইবার চান বাহে। ও হারিকেনটা রাস্তায় নামিয়ে রাখে। কোমরের কটি থেকে দুটো বিড়ি বার করে একটা গজেনকে দেয় আর নিজে একটা ধরায়। বিড়ির টানের সঙ্গে সঙ্গে ওর নাকের পাটা ফুলে ওঠে। পায়ের কাছে রাখা হারিকেনের আলোয় ওর মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু বিড়ির আগুনে ওর চোখের ওপর বিদ্যুৎ চমকায়। গজেন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পরে বলে তোমরা তো আসিলেন। এলায় মুই যাম্। রজবালা হারিকেনটা মাটি থেকে তুলে নেয় বলে, আসেন বাহে ভিতরত্ আসেন। দুইটা খাইয়া যান।

খুব ভোরবেলায় গজেন প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছিল কোচবিহারে যাবার ফাস্ট বাসটা ধরার জন্য তখন রজবালা স্বপ্ন দেখছিল। স্বপ্ন দেখছিল বাবুদের বাড়ির ক্যালেন্ডারের মোটাসোটা ছেলেটা কিভাবে যেন জীবন্ত হয়ে রজবালার কোলে উঠে পড়েছে।

গজেন হাঁটছিল আর ভাবছিল আগামী দিনগুলোর কথা। ভাবতে ভাবতে কোমরে হাত দিয়ে দেখল টাকাটা ঠিক আছে কিনা। গুনে নিলেও আঁচল থেকে টাকাটা ঘুমের ঘোরে রজবালা কিছুই বুঝতে পারেনি। প্রথমে একটা অপরাধ বোধ আসছিল পরক্ষণেই আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল এই বলে যে একমাস বাদেই ও রজবালাকে টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু হেলথ সেন্টারের সামনে এসে ওর পা যেন মাটিতে আটকে গেল। বাসের হর্ণের শব্দ শুনতে পেয়েও ও ফিরে চলল রজবালার বাড়ির দিকে। মনে মনে ভাবছিল, ও বরং এখন থেকে পাকাপাকি ভাবে রজবালার সঙ্গেই থাকবে। রজবালাকে সব খুলে বলবে। রজবালা তো আশ্রয় চায়। তা গজেন দিতে পারবে আর বলবে যে বউকে বাঁচাবার জন্য দুবছর আগে গজেন একশ পঁচিশ টাকা নিয়ে সরকারের কাছে নিজের পৌরুষ বিক্রী করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। রজবালা কে কেন, কাউকেই ও আর সন্তান দিতে পারবে না। ও রজবালার বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। ■

ছিন্নমূল

প্রতিদিন বিবিধ প্রচারমাধ্যম আমাদের 'খবর' দিতে থাকে, সেসব পরিবেশিত সংবাদ আজ আর সত্যের বা সততার কাছে দায়বদ্ধ নয় এই post truth এর যুগে। এখন 'নির্বাচিত', 'বিকৃত' 'নির্মিত' আর 'অর্ধসত্য' সংবাদ পরিবেশনের যুগ। কর্কশ বাস্তবকে আড়াল করে এক অলীক আর মিথ্যার জগত গড়ে তোলার জন্যই এই নকশা। পৃথিবী জুড়ে অন্যায় আর অবিচারের শাসন ক্রমবর্ধমান। উন্নয়নের সোনার হরিণ দেখিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া চলেছে মানুষের নানা মৌলিক অধিকার। যে অবিরাম প্রচারের স্রোতে ভেসে যেতে থাকি আমরা, সেখানে সর্বদাই ভেসে ওঠে অধিকার হরণের বিবিধ যুক্তি, একই সঙ্গে অধিকার হরণের সংবাদ রেখে দেওয়া হয় আড়ালে, যেন এ সংক্রান্ত কোন তথ্যই পরিবেশনযোগ্য সংবাদ নয়। কখনো কখনো কোন একটি ছবি বা টুকরো প্রকাশিত খবরে একটুখানি দেখা যায় আড়ালে থেকে যাওয়া সত্য। এইরকম এক সত্য, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে দেশ ছেড়ে পলাতক মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিপুল এক জনস্রোত নিজদেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন আশ্রয়ের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য। বিবিধ তার কারণ, অপশাসন, ভেঙে পড়া অর্থনীতি, জাতি সংঘর্ষ, গৃহযুদ্ধ।

এই চলচ্ছবি খুব জানা নয় আমাদের। অস্পষ্টভাবে হয়তো জানা যে গত কয়েক বছরে ইউরোপে শরণার্থী আগমন আলোড়ন তুলেছে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে। তিন বছর আগে সারা পৃথিবী দেখেছিল এক ছবি, সমুদ্রতীরে ভেসে আসা এক শিশুর মৃতদেহ। তিন বছরের আয়লান কুর্দি'র শব। সিরিয়া ছেড়ে কানাডায় চলেছিল আয়লানের পরিবার সমুদ্রপথে। মাঝপথে ডুবে যায় তাদের নৌকো। তুরস্কের এক সাংবাদিকের তোলা এই ছবি শরণার্থী সমস্যার দিকে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ২০১৫ সালের কানাডার নির্বাচনে শরণার্থী সমস্যা হয়ে ওঠে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সাম্প্রতিক সময়ে শরণার্থী সমস্যা রাষ্ট্র এবং সমাজে চর্চিত বিষয় হলেও সমস্যাটি অধুনাতন নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই শরণার্থী মানুষ একটি 'বিষয় হয়ে' ওঠে শাসক এবং শাসিতের উভয়েরই কাছে। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে গড়ে ওঠে "United Nations High Commissioner of Refugees"(UNHCR) মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে শরণার্থী শিবিরগুলি আছে, সেখানে ত্রাণের কাজ এঁরা করে থাকেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শরণার্থী বিষয়ক নীতি গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়েও এঁদের মতামত প্রভাব কার্যকর। প্রতি বছর এঁরা প্রকাশ করেন শরণার্থী বিষয়ে তথ্য। এই তথ্যপঞ্জী আমাদের জানায় বিপুল সংখ্যক মানুষ আছেন শরণার্থী শিবিরে। কিংবা কোন দেশে রাষ্ট্রহীন মানুষ হিসেবে, মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বা অনিশ্চিত জীবন অতিবাহন করছেন।

UNHCR প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্যানুসারে বিশ্বে শরণার্থী সংখ্যা আড়াই কোটি, আশ্রয়প্রার্থী তিন কোটি (UNHCR এর ভাষায় asylum seekers) দক্ষিণ সুদান, আফগানিস্তান এবং সিরিয়া থেকেই সর্বাধিক শরণার্থী মানুষ অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছেন বাঁচার জন্য। সর্বাধিক শরণার্থী আশ্রয়দাতা দেশ ইরান, লেবানন, পাকিস্তান, উগান্ডা এবং তুরস্ক। বিশ্বে এখন প্রতি দুই সেকেন্ডে একজন মানুষ উন্মূলিত হন নিজভূমি থেকে, যুদ্ধ কিংবা নতুন কোন রাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের ফলে। মনে রাখা দরকার সংখ্যার এই তথ্য সমস্ত সত্য বহন করে না। UNHCR তাঁদের সাধ্য ও পদ্ধতি অনুসারে যে তথ্য সংগ্রহের কাজ করেন শরণার্থী শিবিরগুলিতে, তারই পরিসংখ্যান মাত্র। এর বাইরেও আছে বিপুল জনতা যাঁরা নথিভুক্ত নন শরণার্থী হিসেবে। বিবিধ কারণে এইসব মানুষেরা এড়িয়ে যেতে যান এইরকম নথিভুক্তি, বন্দী হবার আশঙ্কায় বা ধ্বস্ত মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানোর ভয়ে। এছাড়াও বহু মানুষ নিজ দেশ থেকে আর এক দেশ পাড়ি দেবার সময়ে মরে যান। UNHCR এর তথ্য অনুসারে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিয়ে ইউরোপ পৌঁছানোর পথে ২০১৫ সালে ডুবে গিয়েছিলেন ৩৭৭১ জন, ২০১৬ সালে ৩৭৪০ জন। লিবিয়া থেকে ইতালি সমুদ্রপথে পৌঁছতে প্রতি ৪৭ জনে একজন পৌঁছে যান মৃত্যুতে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে জেনেভার এক সাংবাদিক সম্মেলনে UNHCR মুখপত্র Willaim Splinder জানিয়েছিলেন ২০১৫ সালে গন্তব্যে পৌঁছতে সফল আর পথেই মৃত শরণার্থী অনুপাত ছিল ২৬৯ জনে ১ জন, ২০১৬ সালে অনুপাত বদলে যায় ৮৮ তে ১ জন। বলেছিলেন ক্রমবর্ধমান এই মৃত্যুর কারণ "People smugglers are today often using lower quality vessels"। এই বাক্যবন্ধে দুটি শব্দ চমক লাগায় আমাদের "People smugglers" আর "lower quality vessels"।

কৌতূহল জাগানো এই শব্দদ্বয় আমাদের নিয়ে যায় আরও এক শ্বাসরোধী সত্যের সামনে। বিধ্বস্ত মাতৃভূমি ছেড়ে বাঁচবার জন্য পালানো মানুষের অসহায়তাকে কেন্দ্র করে জমে ওঠে

"people smuggling" আর 'low quality vessels'এর বাণিজ্য। বাজার হয়ে ওঠা মানবসমাজ বিপন্ন মানুষের আর্তির মধ্যেও আবিষ্কার করে নেয় বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত। ২০১৬ সালে প্রকাশিত Patrick Kingsley'র "The New Odyssey" বইতে বিবৃত আছে মানুষ চালানের আর এর সঙ্গে জড়িত পরিবহন ব্যবস্থার বিচিত্র কাহিনী। লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে মানুষ চালান হয়ে উঠেছে এক লাভজনক ব্যবসা, পলায়নপর মানুষের ভয় আর অসহায়তাকে কেমন করে পণ্য বানিয়ে তোলা হয়, কিভাবে মানুষ অপমানিত, নিগৃহীত হয় নিজ দেশের এবং ভিন্নদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার দ্বারা। ২০১৫ তে প্যাট্রিক ১৭টি দেশ ভ্রমণ করেছেন, কথা বলেছেন সেই সব মানুষদের সঙ্গে যাঁরা নৌকোয় করে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। সিরিয়া, আফগানিস্তান, সুদান ইত্যাদি দেশত্যাগী মানুষেরা দুটি পথে পৌঁছতে চান ইতালি, জার্মানি, গ্রিস ইত্যাদি দেশে; একটি সাহারা মরুভূমি'র মধ্য দিয়ে আর একটি ভূমধ্যসাগরের জলপথে। এক সিরিয়ান শরণার্থী হাশেম আল সৌকি'র সঙ্গে পরিচয়ের পর প্যাট্রিক হাশেমের যাত্রাপথের বিবরণী লিপিবদ্ধ করার অনুমতি চান, হাশেম সম্মত হন। শুরু হয় তাঁর পথচলা শরণার্থী স্রোতের সাথে। এই বই পাঠককেও করে তোলে সহযাত্রী। অজানা এক জগত স্পষ্ট হতে থাকে।

এই জগতে প্রতিটি আশ্রয়ের উদ্দেশে ঘরছাড়া মানুষের 'মূল্য' ধার্য করা হয়, মানুষ চালানের বাণিজ্যে। ব্যবসা প্রকাশ্যেই ফুলে ফেঁপে ওঠে সমুদ্র পাড়ি দেবার নৌকো (inflated boat) সরবরাহের, লাইফ গার্ডের। উৎকোচের উৎস খুলে যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহিনীর জন্য। ধরা পড়ে যাওয়া মানুষ চরম নির্যাতিত হন নিজদেশের কয়েদখানায়। সমুদ্রযাত্রা শুরুর আগে তাঁদের লুকিয়ে রাখা হয় চালানকারীদের গোপন আস্তানায়, প্রায়শ সেখানে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাদের কাছে থাকা অর্থ বা অন্য কোন মূল্যবান জিনিস। কখনো সর্বসমক্ষে ধর্ষিত হন নারীরা। প্রহৃত হন পুরুষরা। অনিশ্চয় যাত্রার জন্য দিনগুনতে থাকেন মানুষগুলো, কখনো প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়ে দেবার পরও আরও অর্থ দাবি করা হয়। যেদিন নৌকোয় ওঠেন তাঁরা, সেদিনও তাঁরা জানেন না তরণীটি উত্তাল সমুদ্রযাত্রার উপযোগী কিনা, অথবা সেটির যাত্রীর বহনক্ষমতা কতটা। যাত্রা পথে খাদ্য বা পানীয়ের প্রভূত অভাব স্বাভাবিকভাবেই। কখনো প্রখর রৌদ্রের মধ্যে চলে এই যাত্রা, কখনো নিকষ কালো রাত্রিবেলা। কখনো অসুস্থ সহযাত্রীর বমি জড়িয়ে যায় সর্বাঙ্গে। এইসবের সঙ্গে আশঙ্কায় ডুবে থাকে যাত্রীদের মন, অনিশ্চিত পরিণামের জন্য। জানা নেই তাদের কি অপেক্ষা করে আছে উদ্দিষ্ট দেশের উপকূলে, সেখানেও তো তাঁরা অভ্যাগত নন, আবার হয়তো গ্রেপ্তার, হয়তো ধরা পড়ার পর তাঁদের ফেরত পাঠানো হবে সেই দেশে, সেই নিজের দেশ যেখানে সুস্থভাবে বাঁচা অসম্ভব। পৌঁছনর পর কতদিনে অনুমোদিত হবে তাঁদের আশ্রয় প্রার্থনাপত্র। এর পরেও তাঁরা যাপন করেন এক সন্ত্রস্ত, সংকুচিত জীবন, ভাষা, পোশাক আর চেহারার ভিন্নতা নিয়ে, কোনও একদিন সুস্থ জীবনের ছোঁয়া পাবার আশায় দিন গোনা চলে, যতদিন না সেই জীবন আসছে। যেদিন এই ছিন্ন মানুষের কছে পৌঁছয় আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রের সম্মতিপত্র, সে দেশে বসবাসের অনুমোদন বার্তা বহন করে, সেদিন কিরকম স্বস্তি আর উল্লাসে ভরে ওঠে তাদের মন, তার এক পরিচয় আছে প্যাট্রিকের বইয়ের শেষভাগে। হাশেম আল সৌকি'র অনুভব বর্ণিত আছে, যেদিন তিনি জেনেছিলেন সুইডিশ সরকার অনুমোদন করেছেন তাঁর স্থায়ী বসবাসের প্রার্থনা। সুদীর্ঘ আর যন্ত্রনায় ভরা পথ আর দিন পেরিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছয় সুস্থ জীবনযাপনের আশ্বাস। ডাকযোগে একটি খাম এসেছে তাঁর কাছে ...''Hashem tears it open - and finds a card inside. He looks down at it. It's wednesday, 10th November 2015. Three years after he left Asad's jail, two years after he escapted Syria, and seven months after he survived the sea, Hashem finally sees the words he's been waiting for. 'PermanentUpphallstilland', the card says 'permanent Residency'."

"এই বইয়ের পাঠকেরা জেনে গেছেন হাশেমের লড়াই এখনো বাকি, তাঁর স্ত্রী আর তিন সন্তান আছেন সুদূর তুরস্কের শরণার্থী হিসেবে, নিয়ে আসতে হবে তাদের , যে কাজ সহজসাধ্য নয়, সেই কাহিনী আমাদের জানায়নি এই বই।

২০১১থেকে শুরু হওয়া অভূতপূর্ব এই শরণার্থী স্রোত কিভাবে দিশেহারা করেছিল ইউরোপীয় ইউনিউনের অন্তর্গত কয়েকটি দেশের সরকারকে, তারও বর্ণনা আছে প্যাট্রিকের বইতে। আকস্মিক এই আগমন প্রবাহকে সামাল দেবার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন সবাই। টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাধ্যবাধকতার। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে শুরু হয়েছিল শাসক আর বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক খেলা। দেশবাসীর মনে চারিয়ে দেওয়া হয় এক অস্থির ভবিষ্যতের ভয়, সুস্থিত জীবন বিপর্যস্ত হবার ভয়, ছড়ানো চলতে থাকে উত্তেজনাময় জাতীয়তাবাদ। চলেছেই এই বিশৃঙ্খল আবহ। তবুও কিছু কিছু দেশ নিজদেশের জনমতের দাবীতে এবং আন্তর্জাতিক চাপে শরণার্থী বিষয়ে নিয়েছেন ইতিবাচক পদক্ষেপ। কারণ ইউরোপের দেশগুলি বুঝতে পেরেছিল এটি কোন তাৎক্ষনিক সমস্যা নয়, এই সংকট বহমান থাকবে যতদিন না সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, সুদান ইত্যাদি দেশগুলিতে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক শাসন ফিরে আসছে।

শরণার্থী সমস্যার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় নতুন না হলেও এর ব্যাপ্তি ছিল তাদের অজানা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি জেনেছিল এই সমস্যার স্বরূপ, বহু দেশেই বসবাস করেন বিপুল সংখ্যাক শরণার্থী মানুষ। যাঁদের অধিকাংশই এখনও রাষ্ট্রপরিচয়হীন। এর মধ্যে সর্বাধিক শরণার্থী

আছেন পাকিস্তানে, প্রায় দেড় কোটি আফগান শরণার্থী। ভারতবর্ষে আছেন তিব্বত, শ্রীলংকা থেকে আগত তিব্বতি ও তামিল শরণার্থী। সবরকম নাগরিক অধিকার নেই এদের। সাম্প্রতিক সময়ে 'রোহিঙ্গা' শরণার্থীরা সবচেয়ে চর্চিত বিষয় এদেশে এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশে।

দুটি দেশেরই প্রতিবেশী মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশের (পূর্বতন আরাকান) বাসিন্দা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষ ২০১৫ সাল নাগাদ দেশ ত্যাগ করতে শুরু করেন বিপুল সংখ্যায়। রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গাদের ওপর মায়ানমারের সামরিক সরকারের ছিল বিমাতৃসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি, পরে সামরিক শাসনের অবসানের পরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মায়ানামরে রোহিঙ্গা সমস্যাটি নতুন নয়, ১৯৪৮ সালে বর্মার (মায়ানমারের পূর্বনাম) সময় থেকেই রাখাইন (তদানীন্তন আরাকান) প্রদেশবাসীদের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের মানুষের সম্পর্ক ছিল খানিক বৈরিতার। এর কারণটি ইতিহাসগত। ব্রিটিশ শাসনাধীন বর্মা যখন ১৯৪২ সালে জাপান দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন আরাকানবাসী রোহিঙ্গারা ইংরেজের সমর্থন করেছিল। তাদের এই অবস্থান তৎকালীন বর্মাবাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল, সেই দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯৪৮ সালে বর্মার স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই। স্বাধীন বর্মায় সমস্ত জাতিগোষ্ঠীকে নাগরিক অধিকার প্রদত্ত হলেও রোহিঙ্গাদের দেওয়া হল আংশিক অধিকার। ১৯৭৪ সালে এই প্রাপ্ত অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়ে বলা হল রোহিঙ্গাদের নিতে হবে একটি পরিচয়পত্র যাতে লেখা থাকবে 'বিদেশী' শব্দটি, এই উদ্যোগের সঙ্গেই চলল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, পালাতে শুরু করলেন মানুষ বিপুল পরিমাণে, রোহিঙ্গা শরণার্থীর ঢল নামল প্রতিবেশী বাংলাদেশে। ১৯৮২ সালের 'Burmese Citizenship Law'এগিয়ে গেল আরও, বলা হলো রেহিঙ্গারা বিদেশী কারন ১৮২৩ সালের আগে তারা আরাকানবাসী ছিল না। ২০১৪ সালের জনগননার সময়ে বলা হল তাদের পরিচয় 'বাঙালী' হিসেবে লিপিবদ্ধ করাতে হবে, নয়তো ভোটাধিকার থাকবে না। ক্রমশ রাখাইন প্রদেশ হয়ে উঠেছিল এক প্রাচীরহীন কারাগার। নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। নির্বিচারে চলে গণহত্যা আর নিপীড়ন। ২০১৮সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের তদন্তকারী দল প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতিবেদন, সেখানে মায়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যা, ধর্ষণ এবং গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। এখনো আন্তর্জাতিক কোন মতামত দানা বাঁধেনি রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ে। মায়ানমার সরকারের ওপর তৈরি হয়নি এখনো কোন চাপ। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের সরকারও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন নীতি অবলম্বন বা প্রয়োগ করেনি। অস্পষ্ট আর তরল দু দেশেরই অবস্থান এ বিষয়ে। অগণিত রোহিঙ্গা দু দেশেই আছেন স্বীকৃত মানুষ আর অস্বীকৃত না-মানুষের ধোঁয়াশার মাঝখানে।

সারা বিশ্ব জুড়ে এখানে ওখানে তাড়া খেয়ে পালানো এই মানুষের দল, অবাঞ্ছিত ভেবে গণ্য এই জনগোষ্ঠী, আফগানিস্তান, মায়ানমার আর আফ্রিকার দেশগুলি থেকে ছিন্ন এই মানুষেরা যেন এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েও এই পৃথিবীর মানুষের কাছে কেবলমাত্র 'বহিরাগত'।

এদের আর্তি যেন ভাষা পেয়েছে W H Auden এর 'Refugee Blues' কবিতায় ...(রচনাকাল ১৯৩৯)

"Once we had a country and we thought it fair,
Look in the atlas and you"ll find it there;
We cannot go there now, my dear, we cannot go there now.
....
The consul banged the table and said:
"If you've got no passport you're officially dead":
But we are still alive, my dear, we are still alive." ■

[এটি কোন মৌলিক প্রবন্ধ নয়, নয় কোন সংহত তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন। বিশ্বজোড়া শরণার্থী মানুষ সম্পর্কে কৌতূহলে পড়া হয়েছিল কিছু বই, The New odyssey: The story of Europe's refugee crisis - Patrick Kingslay (2016), Migrants, Refugees and the Stateless in South Asia - Partha S.Ghosh (2016), The Rohingyas: Inside Myanmar's hidden genocide - Azeem Ibrahim (2017), এ লেখাটি ওই তিনটি বই পড়ার পরে যা জেনেছি, তারই অতি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

অনেক সময়েই তত্ত্ব আর তথ্যে বর্ণিত মানুষের বেদনা আর অপমানের কথা স্পষ্ট হয় না আমাদের কাছে, হলেও পাঠের অনতিকাল পরে আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। যখন মানুষের ব্যথা আর কান্না প্রকাশিত হয় কোন গল্প উপন্যাসে কিংবা কবিতায় তখন তত্ত্ব আর তথ্যের আড়াল যায় সরে, যেন ছোঁয়া যায় বিপন্ন মানুষের বেদনা, শোনা যায় স্পষ্ট, ভাঙা মানুষের আর্তি। সেই জন্যেই এই লেখার সঙ্গে সংযোজিত হল দুটি কবিতা আর একজন শরণার্থী মানুষের একটি প্রতিবেদন।]

কিশোর কুমার বিশ্বাস।
(লেখক সমিতির অবসরপ্রাপ্ত সদস্য)

Home

Warsan Shire

no one leaves home unless
home is the mouth of a shark
you only run for the border
when you see the whole city running as well

your neighbors running faster than you
breath bloody in their throats
the boy you went to school with
who kissed you dizzy behind the old tin factory
is holding a gun bigger than his body
you only leave home
when home won't let you stay.

no one leaves home unless home chases you
fire under feet
hot blood in your belly
it's not something you ever thought of doing
until the blade burnt threats into
your neck
and even then you carried the anthem under
your breath
only tearing up your passport in an airport toilets
sobbing as each mouthful of paper
made it clear that you wouldn't be going back.

you have to understand
that no one puts their children in a boat
unless the water is safer than the land
no on burns their palms
under trains
beneath carriages
no one spend days and nights in the stomach of a truck
feeding on newspaper unless the miles travelled
means something more than journey.
no one crawls under fences
no one wants to be beaten
pitied

no one chooses refugee camps
or strip searches where your
body is left aching
or prison,
because prison is safer
than a city of fire
and one prison guard
in the night
is better than a truckload
of men who look like your father
no one could stomach it
no one skin would be tough enough

the
go home blacks
refugees
dirty immigrants
asylumseekers
sucking our country dry
niggers with their hands out
they smell strange
savage
messed up their country and now they want
to mess ours up
how do the words
the dirty looks
roll off your backs
maybe because the blow is softer
than a limb torn off

or the words are more tender
than fourteen men between
your legs
or the insults are easier
to swallow
than rubble
than bone
that your child body
in pioeces.
i want to go home,
but home is the mouth of a shark
home is the barrel of the gun
and no one leave home
unless home chased you to the shore
unless home told you
to quicken your legs
leave your clothes behind
crawl through the desert
wade through oceans

drown
save
be hunger
beg
forget pride
your survival is important

no one leaves home until home is a sweaty voice
in your ear
saying-
leave,
run away from me now
i don't know what i've become
but i know that anywhere
is safer than here

তথ্য :

Warsan Shire একজন সোমালিয়ান কবি। ইংল্যান্ড নিবাসী এই কবি এক বছর বয়সেই পরিবারের সাথে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওই দেশে, আপন জন্মভূমিতে কেনিয়া ছেড়ে। বহু পুরস্কারে সম্মানিত তরুণী এই কবি গদ্যে আর পদ্যে বলেন সেসব মানুষের কথা, যাদের স্বর উপেক্ষিত। সমাজের প্রান্তিক মানুষের, অগণিত শরণার্থী মানুষের যন্ত্রণা রূপ পায় তাঁর লেখায়। নিজেকে শরণার্থী মানুষের একজন মনে করেই তিনি লেখেন। লেখায় এঁকে রাখেন দেশ ছেড়ে পলাতক মানুষের যন্ত্রণাবিদ্ধ, অসম্মানিত জীবনের ছবি।

আবেদন

ভূমিবার্তা সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে সকল সদস্যবন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে আপনারা ভূমিবার্তার আগামী সংখ্যাগুলিতে ছাপানোর উপযোগী লেখা পাঠান। সমিতির মুখপত্রকে আপনাদেরই মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলুন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : anindya.bsws@gmail.com

Sea Prayer

KhaledHosseini

My dear Marwan,
in the long summers of childhood,
when I was a boy the age you are now,
your uncles and I
spread our mattress and on the roof
of your grandfather's farmhouse
outside of Homs.

We woke in the mornings
to the stirring of olive trees in the breeze,
to the bleating of grandmother's goat,
the clanking of her cooking pots,
the air cool and the sun
a pale rim of persimmon to the east.
we took there when you were a toddler.

I have a sharply etched memory
of your mother from that trip,
showing you a herd of cows grazing in the field
blown through with wild flowers.

I wish you hadn't been so young.
You wouldn't have forgotten the farmhouse,
The soot of its stone walls,
The creek where your uncles and I built
A thousand boyhood dams.
I wish you remembered Homs as I do, Marwan.

In its bustling Old city,
a mosque for us Muslims
a church for our Christian neighbors,
and a grand souk for us all
to haggle over gold pendants and
fresh produce and bridal dresses.
I wish you remembered
the crowded lanes smelling of fried kibbeh
and the evening walks we took
with your mother
around Clock Tower Square.

But that life, that time
seems like a dream now,
even to me
like long-dissolved rumour.

First came the protests.
Then the siege.
The skies spiting bombs.
Starvation.
Burials.

These are things you know.
you know a bomb crater
Can be made into a swimming hole,
you have learned
dark blood is better news
than bright.

You have learned that mothers and
sisters and classmates can be found
in narrow gaps between concrete,
bricks and exposed beam,
little patches of sunlit skin
shining in the dark.

Your mother is here tonight, Marwan,
with us, on this cold and moonlit beach,
among the crying babies and
the women worrying
in tongues we don't speak.
Afghans and Somalis and lraqis and
Eritreans and Syrians.
All of us impatient for sunrise,
all of us in dread of it.
All of us in search of home.

I have heard it said it said we are the uninvited
we are unwelcome.
we should take our misfortune elsewhere.
But I heard your mother's voice,
over the tide,
and she whispers in my ear,
'Oh, but if they saw, my darling,
Even half of what you have.
If only they saw.
They would say kinder things, surely.'

I look at your profile
in the glow of this three-quarter moon,

my boy, your eyelashes like calligraphy,
closed the guileless sleep.

I said to you,
'Hold my hand.
Nothing bad will happen.'

These are only words.
A father's tricks.
It slays your father,
Your faith in him.
Because all I can think tonight is
how deep the sea.
And how vast, how indifferent.

How powerless I am to protect you from it.
All can do is pray.

Pray God steers the vessel true,
when the shores slip out of eyeshot
and we are a flyspeck
in the heaving waters, pitching and tilting.
Easily swallowed.
Because you,
you are precious cargo, Marwan,
the most precious there ever was.
I pray the sea knows this.
Inshallah.
How I pray the sea knows this.

তথ্য : শব্দার্থ, পরিচয়

Homs - Persimmon

Souk Kibbeh Eritreans Eritrea

"The Kite Runner"

UN Refugee Agency' Goodwill Ambassador "The KhaledHosseeini Foundation"

'Sea Prayer' Dan Williams

UN Refugee Agency'

হাশেম আল-সৌকির বার্তা

Patrick Kingsley ‘The New Odyssey’ “Message from Hashem al-souki”

Royalty - Cess and Other Govt.Dues on Minor Minerals

Debasish Biswas

Minerals are the basic building blocks of civilised life and are essential segment of economies of a country. These are exploited or mined by the human being for development purposes. A lessee is a person who is granted mineral concessions and he is required to pay a certain amount in an respect of the mineral extracted in proportion to the quantity extracted. Such payment is called royalty.

Royalty in law means payment made to the owner of certain types of rights by those who are permitted by the owners to exercise such rights. The term originated from the fact that for centuries gold and silver mines in Great Britain were the property of the Crown. Such "royal" metals could be mined only if a payment ("royalty") were made to the Crown. Mineral deposists have nothing in common with the fruits of intellectual and artistic endeavours except that they are often exploited by persons other than the owners upon payment of royalties.

■ Royalty

Levy of Royalty on minerals is a universal concept based on the premise that mineral resources are "wasting assets","one-crop-product" or "once only endowment". "Royalty" means the charge payable to the Government in respect of the ore or mineral excavated, consumed or removed from any land granted under the Rules framed under the MM(D&R) Act. Section 9 of the principal Act lays down provisions for payment of royalty in respect of mining leases for payment of major minerals. The royalty in respect of mining leases for minor minerals is specified in Rule 35 of the West Bengal Minor Minerals Concession Rules, 2016 [WBMMC]. Royalty is a variable return and it varies with the quantity of minerals extracted or removed.

There are wide varieties of approaches across the globe in royalty taxation in different countries with no clear trend for global convergence. However, the royalty tax system globally can be classified as one of three types -

(A) Unit Based - A fixed sum per tonne or other unit of a particular mineral raised or sold from the mine

(B) Ad valorem (value based) - A percentage or a sliding scale based on the value of a particular mineral or metal

(C) Profit Based - A tax on profits earned in respect of a particular mineral or metal, or by a particular mining activites.

■ Payment of Royalty

Rule 35 of the West Bengal MInor Mineral Concession Rules, 2016 [WBMMC] lays down the provision of Royalty, Cess, Dead Rent, Surface rent & Water rent payable by the holder of a mining lease or any other mineral concession in respect of mineral(s) removed/consumed by him/ his agent/ manager/ employee at the rate as notified by the State Govt.

The rates of Royalty & Dead Rent as last notified by the Department of Industry, Commerce & Enterprises [I C & E] to the State of West Bengal is vide notification -No. 678-CI/O/MIN/GEN-RTL/02/2015 dated 27.10.2016.

Rates of royalty (in rupee) per 100 cft of some commonly mined minor minerals are :-

(a) Ordinary sand ---------- 151.00 /-

(b) Boulder / gravel etc -------- 151.00 /-

(c) Kankar / Morrum ----------102.00 /-

(d) Ordinary clay / Brick Earth -82.00 /-

The rates of royalty of minor minerals in the above notification are given in Rupees per cubic meter. But in practice we calculate royalty in cubic feet (cft.) The multiplier for conversion of cubic meter to cubic feet is 2.832.e.g. rate of royalty for sand is Rs.53.00 per cubic meter. Multiply Rs. 53.00 by 2.832, and we get Rs. 151.00 as the rate per 100 cft.

Different Government Department and local bodies like local Panchayet/Muncipality/Panchayet Samity / Zilla Perisad undertake various developmental works were minor minerals are used. Such developmental works are carried out mostly by agencies who have been issued a work order by the departments or local bodies. Such agencies normally do not pay any royalty or price of mineral to the government and at times the government authorities also fail to collect the same before making final payment to the agencies. What could normally be done is to request the deoartments / local bodies carrying out the works, not to make final payment to the executing agencies without collecting the mineral royalty / price beforehand from them and deposit the same on designated head of accounts.

But this is only the theoretical part. Most executing agencies tries to evade the payment of royalty / price of mineral. So in practice seizure of some tools / equipments / machines of the agencies with prior intimation to the District Magistrate and the ADM&DL&LRO will compel them to appear before the Distric Authorities and then we can get hold of them and realize the mining dues.

■ Dead Rent

Dead Rent is a deterrent against the tendency of leaseholders in cornering the mining lease and keeping the mineral resources idle. “Dead Rent” means the minimum guaranteed amount payable for mining lease which is calculated as per the area of the lease and revisable as provided in the rules. In some states like Gujrat, Tamil Nadu there is no provision for Dead rent. But in other states the lease holder have to pay dead rent or royalty, whichever is higher.

Rates of Dead Rents (per acres / per annum of land used for mining & allied activities) :-

(a) First year ---------- 2000.00 /-

(b) Second year ---------- 3000.00 /-

(c) Third year & onwards 5000.00 /-

A lessee shall be liable to pay either dead rent or royalty in respect of each mineral, whichever is higher. And the State Govt. shall not enhance the rates of royalty or dead rent more than once during any period of three (03) years.

■ Surface & Water Rent

Though rule 35(1)(c) of theWBMMC Rules makes it mandatory for the holder of a mineral concession to pay surface rent for surface area used by him for the purpose of mining operation and also water rent specified for the said purpose, there is no specified rate of surface or water rent appended to the WBMMC Rules neither there is any subsequent notification related to the matter.

However the said rule specifies that the lessee shall pay surface & water rent at rates fixed by the State Government from time to time. Though the WBMMC Rules is silent about the rates, we may however refer to the earlier notification issued by the I C & E vide no. 809/CI/O/MM/84/11dated 01/12/2011. In part -V of Form - I appended to the said notification there is mention as follows,

- Lesee shall pay surface rent for surface area used by him for the purpose of mining operation @Rs.90.00 per acre / annum.
- Lessee shall pay water rent @ Rs.54.00 per acre / annum.

Therefore until further notification is made regarding any change in the rates of surface & water rent, the rates as mentioned is notification 809 of 2011 may be followed.

■ Cess

Cess is a levy on mineral rights with impact on the land & quantified by reference to quantum of mineral produced. The term Cess is commonly employed to connot a tax with a purpose or a tax allocated to the partcular thing.

Rates Of Cess

Prescribed rates as per Act **[Memo No. 138/3512-29/C/99dt. 22/06/2000 of the DLR&S& Jt.LRC, WB]**

Table - I

Name Of Cess	Section of the Act	Present rate per MT w.e.f 15.04.2000 as per GO.No.2296-S&S date 24.04.200 of the L&LR Deptt
P.W. Cess	Bengal Cess Act, 1880 amendd on 12.11.1984	Rs. 0.50
Road Cess	Bengal Cess Act, 1880 amendd on 12.11.1984	Rs. 0.50
Primary Education Cess	Sec. 78 of W.B. Primary Education Act, 1973 w.e.f. 31.05.1987	Rs. 1.00
Rural Employ-ment Cess	Sec 2 of W.B. Rural Employment & Production Act, 1976 w.e.f.01.06.1987	Rs. 0.50

- Conversion Chart & Cesses to be levied on some commonly mined minor minerals are:-

Table-II

Item	**Volume (ft)**	**Tonnage (MT)**	**PW**	**Road**	**PE**	**RE**	**Total**
Sand (dry)	100	5	2.50	2.50	5.00	2.50	12.50
Sand(wet)	100	5.5	2.75	2.75	5. 50	2.75	13.75
Morrum	100	5.5	2.75	2.75	5.50	2.75	13.75
Brick earth	100	6	3.00	3.00	6.00	3.00	15.00

Note :-

1. For calculation of Cess on different heads first calculate the total cess on mineral extracted. Then divide the total cess so calcuted in the ratio 1:1:2:1 among PW, Road, PE & RE e.g. cess for 100000 cft of brick earth is = (100000 / 100) x15 = 15000.00/-. Therefore PW = 3000.00/-, Road = 3000.00/. PE = 6000.00/- and RE = 3000.00/-.

2. The Head of Ammounts for the various Cess & Royalty are,-

Items	**Head of Accounts**
Royalty	0029-00-104-002-09
Public Works Cess	0029-00-103-001-08
Road Cess	0029-00-103-002-08
Rural Employment Cess	0029-00-103-010-08
Interest	0029-00-104-002-07
Price of Earth	0029-00-104-002-27

3. Cess on coal / lignite / sand for stowing to be collected by the District Authority on receipt of extraction data from the Chief Mining Officer **[CMO].** But in reality what happens is that at the end of financial year the lessees approaches the district authorities for payment of cess as per extraction data provided by them. In common practice such payments are accepted on condition that the amount so received to be adjusted after obtaining final extraction report from the CMO.

■ Tax Collected At Source (TCS) :-

[Section 206C of theIncome Tax Act, 1962]

TCS is the Tax Collected at Source by the seller (collector) from the buyer/ lessee (collectee /payee).[Section **206C(1) of the Income Tax Act, 1962].**

TCS may be Collected @ 2% on royalty realized from Mining and Quarrying . TCS is collected on royalty only, and not on cess.

The collector (herein the District Authority) has to file a quarterly return of TCS, due date of which is within the 15th day of the following month. And the due date of issuance of TCS certificate to the deductee is the 30th day of the following month from the end of every quarter.

Some Forms applicable for TCS

Applicability	Form No.
TCS Challan	281
Control Chart of Quarterly TCS Statements	27 A
Quarterly e - TCS Statements	27 EQ
Quarterly e - TCS Certificate	27 D
Declaration for NIL tax under TCS	27 C

Note :- Whenever any mining lease holder comes to deposit mining dues the following items may be collected from him at one go,

(a) Royalty ;

(b) Cess ;

(c) DMF ;

(d) TCS ;

Unfortunately in most of the districts the authorities are ignorant regarding collection of TCS. Such ignorance may lead to fixation of individual responsibilities by the INcome Tax department.

■ Contribution To The District Mineral Foundation (DMF) :-

Section 9B(5) and 9B(6) of the MM(D&R) Act, 1957 and Rule 12 of the West Bengal District Mineral Foundation Rules, 2016 makes it mandatory for the holders of mining lease to contribute to the DMF at rates notified in the following Notifications.

[Notification No. 596-CI/O/MIN/GEN-MIS/16/2016(pt) dt. 22.09.2016 of the CI&E Deptt. & G.S.R. 792(E) dated 20th october,2015 of Ministry of Coal]

Every holder of a mining lease or any other mining concessions shall contribute to the **DMF** an amount,-

- @ 10% on royalty paid for leases granted on or after 12.01.2015.
- @ 30% on royalty paid for leases granted before 12.01.2015.

- lessee to deposit his contribution to the **DMF** every quarter ;
- The CI&E Department to the Govt. of West Bengal vide order No. 131-ICE/O/MIN/GEN-MIS/ 01/2018 dated 22/02/2018 has revised the date of contribution to the DMF in the State of West Bengal **from 12/01/2015 to 01/08/2016** in pursuance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 13/10/ 2017 in the Transferred Case (Civil) No. 43 of 2016 in the matter of Indian Mineral Industries & others _vs- Union of India. The date **01/08/2016** was so chosen because the DMF for all the districts of West Bengal were constitued vide notification No. 439-CI/O/MIN/GEN-MIS/16/2016 (pt.) dated **01/08/2016**.
- Any contribution collected prior to **01/08/16** to be adjusted with the dues payable by the mining lease holders.
- Penalty @ Rs. 100.00 per day for each day of delay for failing to deposit DMF contribution within 15th day end of every quarter by the lessee

The rates and date of contribution to the DMF shall apply to **coal/ lignite/ stowing sand** as well. Necessary data for calculation of the contribution of lessees of coal/lignite/stowing sand may be obtained from the **I C & E** department or from the office of the **CMO** (Chief Mining Officer), Government of West Bengal.

Contribution to the DMF shall include any grant , contribution or other money received from the State Government or from any other **agency , institution or person**.

Contribution to the DMF is primarily the responsibility of the lessees and the lessees shall Furnish statement of such contribution to the District Authorities / CMO every quqrter. But in reality what happens is that the responsibility shifts to the District Authorities to collect DMF contributions from the lessees. Different districts follow different methods of DMF collection-in some districts the contributions are collected centrally at the DL&LRO offices while on other districts it is collected at the block level. In general there is a common practice among the lessees to evade the DMF contribution. One way to curb this problem is to seize issuance of transit pass / challan to the lessees unitl and unless the lessees produce a DMF clearance certificate issuesd by the District Authority. On production of such certificate transit pass / challan may be issued.

■ Contribution To The National Mineral Exploration Trust (NMET)

- To be collected only on major minerals.
- @2% of royalty paid (section 9C of the MM(D&R) Act, 1957 as amended].
- The CMO (Chief Mining Officer) to the Govt. of WB to collect the NMET contribution ;

■ Performance Security

"Performanc Security" means a security provided for due observance of the performance of the mineral concession or contract (i.e. what we call the terms & conditions of nmining lease)

As per provision of Rule 11 of West Bengal Minor Mineral Auction Rules,2016 [WBMMA] security in from of a bank gurantee for an amount of 10% of the bid amount. The District Authority may forfeit the whole or part of the performance securaty if there is any breach of contract/condition of the lease made by the lessee.

■ Financial Assurance

"Financial Assurance" means the 'Surety' furnished by the holder of mining lease or quarry license, as the case may be, to the comptent authority so as to indemnify the authorities against the reclamation and rehabilitation cost.

Rule 18 of WBMMC Rules, 2016 lays down provision for Financial Assuranceto to be furnished by every lessee @ Rs. 15,000.00 per hectare of the mining lease area put to use for mining & allied activities or Rs. 50,000.00 whichever is higher.

The Financial Assurance may be submitted in the form of letter of credit from any scheduled bank / performance or surety bond / any other guarantees acceptable by the authority before execution of the lease deed.

If the State Government is of opinion that the protective, reclamation and rehabilitation measures as envisaged in the Mining Plan are not followed / implemented either fully or partly, the State Government may forfeit the sum assured and carry out those measures on its own.

■ **Payment of Interest**

The State Government may charge simple interest @ 6.25 % per annumn on any payment due to the State Govt. for the period of delay to be calculated on expiry of 60 (sixty) days from the date due for such payment **[Rule 12 of WBMM Auction Rules , 2016].**

■ **Fees for approving Mine plan [Rule 12 of WBMM Concession Rules, 2016] :-**

▸ The successful bidder shall submit an approved mine plan with a non refundable fee of Rs. 1000.00 within a period of 03 months form the date of Communication of acceptance of his bid. Such fee is collected by the CMO/MO of the district. The Head of Account for deposition of fee is **0853-00-102-001-16**

■ **Lapsing of Lease [Rule 21(3) of WBMM Concession Rules , 2016] :-**

▸ Applications explaining reasons for non commencement / discontinuance of mining operation shall be accompanied by a fee of Rs. 1000.00.

■ **Trasfer Fee of Leases [Rule 22(2) of WBMM concession Rules, 2016] :-**

▸ @ 10 % of the deposited royalty for the last three (3) years. However the State Government till date has not issued any guidelines for transfer of leases.

■ **Applicatuion fees for STML [Rule 44(1) & 46(1) of WBMM Auction Rules, 2016] :-**

▸ Rs. 3000.00 for STML (Short Term Mining Lisence) of riverbed occurrences

▸ Rs. 5000.00 for STML for minerals other than riverbed occurrences.

■ **Fee for crossing of embankments [Notification No. 190-IRC-6C-33/2014 dated 15.09.2015 of the Irrigation & Waterways Deptt.] :-**

▸ @ of Rs. 10,000.00 is to be levied per 50,000 cft of river bed minerals on pro rata basis from each permit / lease holder where plying & crossing over embankment becomes unavoidable during transportation.

▸ Amount so collected to be deposited to the head of account **"0701-80-800-003-27-other receipts"**

■ **Penalty for unauthorized mining & transportation of minerals :-**

▸ Any person extracting any minor mineral without proper lease / license or storing or transporting minor mineral extracted unauthorizedly shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 02 years or with a fine which may extend to 01 lakh rupees or both [WBMMC - Rule-50(1)].

▸ If mineral extracted unauthorizedly has already been disposed of, the State Govt. may recover from such person price of the mineral / rent / royalty / tax as the case may be. Price of any minor mineral is **1.5 times** of the royalty last notified by the State Government [**Memorandum No. 920-**

M&M/LR/A-II/M&M-8/2014 dated 23/03/2018 of the L&LR Department]

- A fine of Rs. 20,000.00 for contravention of Rule 22 of the WBMMC Rules, 2016 **[if lease is transferred without the prior consent of the lease granting authority].**

- In case of breach of sub-rule (1) of rule 42 of the WBMMC Rules, 2016 [**unauthorised mining of morrum/brick earth/ordinary clay**] the leasee shall be liable to pay a penalty of Rs 20,000.00, in addition to the accrued mining dues [**Rule 50(7) of the WBMMC**] .

■ **Disposal of ordinary clay extracted from own land [Rule 57(1)(a) of WBMM concession Rules, 2016]**

- Fees @ Rs. 50.00 per cubic meter {Rs. 142.00 per 100 cft) or at such reduced rate with prior permission from the DL&LRO / SDL& LRO, But since the L&LR Deptt. vide **Memorandum No. 920-M&M/LR/A-II/M&M-8/2014 dated 23/03/2018** has fixed the price of mineral at 1.5 times of royalty, price of such minor mineral may be charged @ Rs. 123.00 per 100 cft.

■ **Disposal of minor minerals coming out in course of digging wells / ponds [Rule 3(2) of WBMM Concession Rules, 2016] :-**

- On pre payment of price of such minor minerals at the prevailing market rate as determined on the basis of rates published by the PWD for the concerned area.

■ **Determination of part or whole of a lease [Rule 37 of the WBMMC Rules, 2016] :-**

- An application for determination or surrender of lease made to the State Government shall be accompanied by an application fees of Rs. 5000.00/-

■ **Application fees for Appeal [Rule 51 of the WBMMC Rules, 2016] :-**

- Each Memorandum of Appeal before the Divisional Commissioner shall be acompanied by a challan showing deposition of fees of Rs. 1000.00/-

■ **Price of Mineral**

- The price of mineral shall be 1.5 times of the royalty as last notified by State Government in terms of Rule 50(5) of the WBMMC Rules, 2016 **[Memorandum 920-M&M/LR/A-II/M&M-8/2014 dt. 23.03.2018 of the L&LR&RR&R Deptt.]**

■ **Earnst Money**

Earnest Money is 10 % of the Reserve Price to be provided by all the intending bidders for participating in the competitive bidding

■ **Payment of Bid Money**

After being declared as Successful Bidder by the District committee for competititve Bidding [rule 9(8) of the WBMMC Rules] the bidder has to deposit 1/3 of the bid amount within 15 days from the date of such declaration.

The rest of the Bid amount shall be payable in **three(3) installments** (may not be equal) with a **gap of maximum of 45 days each** from the date of first installment. The payment of the third and final installment shall in no case exceed the lease period or the closure of mining operation. The payment conditions and the dates on which the installments shall be made should be clearly incorporated in the lease instrument. In case of delay of more then the prescribed period for deposition of bid money, no relaxation of periodicity is allowed and the lease shall be liable to be can celled.

The new amendment is silent about the date of payment of the first instalment to be made by the successful bidder. Different procedures are followed regarding the payment of the rest bid amount in different districts.

So it is proposed that a uniform method of payment of rest bid amount be followed throughout the state.

Proposal-I

The first instalment may be a date which can easily be Pin pointed, say the **date of registration** of the lease deed which is specific in case of each and every deed.

The WBMMC Rules 2016 does not impose any time limit as far as the registration of a duly excuted mining lease deed is concerned. But rule 21 of the said Rules lays down the provision that if mining operation does not commence within a period of one year from the date of execution of a mining lease then the lease shall lapse.

So the lessee shall have to register his deed within a period of one year and commence mining operation and such date may be the date of paymentof the first instalment.

Proposal - II

The first instalment may be a **date subsequent to the date of registration** which may not in any case exceed a given time period.

Proposal-III

The first instalment may be the **date on which possession** of the leased out mineral block is handed over to the lessee after registration or **any other date subsequent thereto.**

The **Earnest Money** deposited by the successful bidder before commencement of auction shall be adjusted with the bid money.

The Head of Account for deposition of **Earnest Money** and **Bid Amount** is **"0853- Non ferrous Mining & Metallurgical Industries - 00- 102 - Mineral Concession Fees, Rents & Royalties - 001 - 16"**

■ **Collection From Brick Fields**

As per recent guidelins vide office Memorandum No. 2648-M&M/LR/A-II-26/2010 and No. 2649-M&M-26/2010 both dated 27.10.2016 of the LR & R & RR & R Department all new and old existing brick fields shall have to obtain Consent to Estabblish [CtE] and / or Conset to operate [CtO]. The application fees for CtE and CtO depends on the Capital investment on land, building, Plant & machinery by the concerned brick field. As per Notification No. EN/761/T-II-1/023/2005 datd 02/04/2012 of the Department of Environment to the Government of West Bengal, the revised rates for CtE & CtO for capital investment up to 25 lakh is shown in the following table.

Capital investment on Land building, plant & machinery (without depreciation) excluding capital investment on pollution control equipment	Fee for CtE (in Rs.)	Fee for CtO per year (in Rs.)
Upto Rs. 5 lakh	250.00	500.00
Above Rs. 5 lakh to Rs.10 lakh	500.00	1300. 00
Above Rs.10 lakh to Rs.25 lakh	1100.00	1900.00

If can applicant fails to submit renewal application for CtO in time (i.e 60 days prior to the expiry of the current CtO) a **penalty of 10%** of the application fees per annum shall be charged on the defaulting brick

[Order No. **3741-4w-/2003 dated 10/04/2004 of the WBPCB]**

The following example may be helpful for computation of fees for CtO :-

■ **Assumptions**

Period for CtO = 03 years
Capital Invesment = 7.5 lakh
CtO fee = Rs. 1300.00
Previous CtO Expired on = 20.12.2015

■ **Computation of CtO fees**

Defaulting years	Applied years	CtO fees	Penalty	Total
21.12.2015-20.12.2016	--	1300.00	130.00	1430.00
21.12.2016-20.12.2017	--	1300.00	130.00	1430.00
21.12.2017-20.12.2018	--	1300.00	130.00	1430.00
21.12.18-20.12.19	1300.00	--		1300.00
21.12.19-2012.20	1300.00	--	1300.00	
21.12.20-20.12.21	1300.00	--	1300.00	
21.12.21-31.12.21	1300.00	--	1300.00	
			Total	**9490.00**

Consent will be issued covering the entire month in which the validity period of the present consent expires (Order No. **4989-4w-1/2003 dated 05/04/2004 of the WBPCB**)

A most frequently asked question is, shall we demand Royalty or the Price of Mineral from the brick field units [**BFU**] for their usage of brick earth. In many districts of West Bengal it is a common practice that the BFU who have been issued CtO and have submitted application in Form-G (application for Short Term Mining Lisence - **STML**) along with Environmental Clearance [**EC**], shall pay Royalty.

But the WBMMC Rules 2016 is very clear about who shall pay royalty Rule 35(1) of the said rule clearly states that any person who have been granted a mining lease or any other mining concesion shall pay to the government - Royalty

The C,I&E Department till date has not issued any guidelines regarding issuance of STML nor has notified the conditions for mining under STML. So the applications made in Form-G for STML cannot be acted upon and permit for STML cannot be issued. Therefore a BFU who has not been granted STML or any Mining concession whatsoever, is not eligible for payment of Royalty

Moreover mere issuance of CtO [issued by the SPCB] or Enviromrntal Clearance [issued by the SESAA/MOEF&cc] to the BFU does not qualify them to pay - Royalty, CtO is a set of parameters and pollution norms that are to be followed to run the BFU. And the EC is a set of conditions that are to be followed by the lessees while carying out mining operations keeping in mind the environmental aspects of the mining area. Moreover EC is issued to the project proponent i.e. the lessee. So issuance of CtO or EC does not make a BFU eligible for payment of Royalty.

Therefore as per Statute all BFUs who have not been issued any mining concession in one form or the other, shall pay - **Price of Mineral**

The present practice of collction of Royalty from BFUs is not only against the statute but also it fetches less revencue to the government exchequer. So until the WBMMC Rules 2016 are suitably amendeds price of mineral should be collected from the BFUs. ■

(The author is posted at Barasat-I block as S.R.O - II)

West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

Ref No. 35/WBLLROA/2018-19 Date. 27.09.18

To
The Land Reforms Commissioner &
Principal Secretary,
Land & Land Reforms and Refugee
Relief & Rehabilitation Department
Government of West Bengal

Sub : Order issued by DM & Collector, Darjeeling

Sir,

The Association encloses the order vide No.176/DLLRO-Dj/Estt/18 dated 21/9/2018 as issued by DM & Collector, Darjeeling

The Association has nothing to say about the observation of the DM, Darjeeling regarding the period of stay of the officer concerned in Home District and as per policy, guideline, norms, etc. if the officer is eligible for transfer then he should always be transferred. But the manner in which the order has been issued is very destabilizing and we are afraid that if the trend is not stopped then the equilibrium in Administration may be disturbed. We are partiqularly aggrieved to observe the following:

1. An officer of the rank of SRO-I is being transferred by DM & Collector while the power vests in the Department and that too in the office of the SDO Where no vacancy exists for SRO-I.

2. An officer of the rank of Asst. LAO is directed to take charge of Dy. DL&LRO who is sufficiently junior to many serving officers in the rank of SRO-I in the district.

Also to submit that the observation of the DM & Collector about the efficiency of the person concerned is very much within the ambit of Supervisory control of the Collector but such observation could have been made in confidentiality. However, as the issue of confidence building in public administration has been raised in open, the Association would like to submit few more facts about Darjeeling district which is shaking the confidence of some officers in the district itself who are at a loss in analyzing guidelines from Superiors. The Association encloses the followig and eagerly awaits the intervention of the highest bureaucratic authority of the department so that the lower officers are guided properly in future

a) The Collector under WBLR Act, Who is the Appllate Authority u/s 54 of the said act, directs a BL&LRO to dispose a filed Appeal (copy enclosed) - this is contrary to statutory provision.

b) The Collector of the District issues Notification in the letter-head of ADM & DL&LRO (copy enclosed) while as per provision of General Causes Act, Notifications, when issued may be issued only by the Authority empowered under the relevant act to issue Amendments to the Act/Regulation and that too after publication in the official Gazette.

The Association earnestly hopes that the Department will address the issues of propriety in official actions at Darjeeling so that the adopted actions are not contrary to provisions/Regulations.

Thanking you,
Sincerely yours
sd/-
(General Secretary)

West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

Ref. No 41/WBLLROA/2018-19 Date. 14.11.18

To
The Hon'ble Minister of State
Land & Land Reforms & Refugee Relief &
Rehabilitation Department,
Government of West Bengal

Sub: Memorandum on issues that are acutely affecting the prospect and working condition of departmental officers of the Land & Land Reforms Department

Respected Madam,

The Association represents the cadre officers of the ranks of Revenue officer, SRO-II and SRO-I as are recruited vide result of WBCS (Exe.) & Etc. Exam, Group-C conducted by the PSC, West Bengal and who are the departmental officers of the Land & Land Reforms Department.

The Association had the occasion of meeting the Hon'ble Chief Minister, West Bengal in January 2018, over issues concerning the career prospect of the respective grades of officers in so much that unlike the comparable officers of the other departments like Commercial Tax, P&RD, Registration etc, the officers of the L&LR Department do not have the scope to move to higher positions in the department and are also deprived of higher scales as are open for the other comparable officers as mentioned as also to the officials of the Secretariat itself (cadre of WBSS). The Hon'ble CM was gracious enough to give a patient hearing to the issue and with her nod, the Principal Secretary of the Department, who is well versed with the anomalies affecting the cadre, initiated a file being 552/LRC & Pr. Secretary/2018 recommending State Service Structure for the grades of officers of the department with unique vertical mobility of all the officers through the service structure yielding higher posts and higher scales.

It is pertinent to add that even the Standing Committee on Land Reforms of the WB Assembly has rightly identified the core issue affecting the department in so much that the department is losing trained and experienced officers in the middle of their career who are moving out of the department because of closed door before them in the departmental hierarchy.

However, it is very disappointing to observe that despite the apparent willingness of the highest administrative authority of the State, the issue is still not resolved and there is only being intra-departmental consultations noted in file. while this in itself is demoralizing to the cadre, there is also being secondary and tertiary effect of such lack of decision, viz.

a) As there is no State Service structure defining the mobility of the departmental officers, so there is also no sanctioned strength, particularly of the seniormost grade, i.e, SRO-I and in the absence of such sanctioned strength, the eligible officers are promoted on the basis of vacant post and while that remained the practice, this time the departmental authority was pleased to promote the eligible officers only on the basis of number of retirees of the same rank since last promotion and that in the eventuality caused for lesser number of promotions, needless to mention that the promotion itself only benefits the officer in terms of an extra increment in most cases as the eligible officers are already in the Scale of Pay of the higher post.

b) The highest bureaucratic authority on feeling the apparent lack of objectivity in the method of evaluation of the departmental officers, i.e, in the process of drawing/reporting and reviewing of Annual Confidential Reports of the departmental officers proposed for a rationale formula that would be based on proper analysis and would also not cause inordinate delay in the process of disposing of ACRs of the departmental officers, the process has been stalled apparently because there is no defined State Service Structure defining the career prospect of the departmental officers in L&LR department.

c) As already Stated, in the absence of defined State Service Structure for the departmantal officers of the ranks of RO/SRO-II/SRO-I and there not being any sanctioned strength of the officers of the rank of SRO-I: the senior-most officers (who have already reached the highest pay-scale as permissible) tend not to accept the promotion that come their way at the fag end of their career mostly when they are in the age group of 55-56: maybe at the instance of further destabilizing of their establishment against minimum monetary benefit. The department, has caused for transfer of these unwilling officers to far-off places from their home and when they expressed willingness, being already transferred, the department did not heed to consider their willingness and thus these senior officers have squarely been adversely affected;they have beem transferred to far-off places from home and also wouild have to bear the ignominy of having to serve under their juniors. It is to add that the Department itself has a transfer policy for officers and thereby officers over 56 years of age may be accommodated at/near their home zone as far as practicable.

Thus, under such circumstance, the Association would appeal that the Government be gracious enough to consider the following:

1) That the matter of creation of State Service Structure comprising the officers of the L&LR Department may be immediately taken up and implemented so that the officers of the L&LR Department are at par with their comparative officers in other departments like P&AR, Comercial Tax, Registration etc.

2) That the vacant posts to which the grade of officers of the rank of SRO-I may lay their claim by norms be filled up with such officers.

3) That the Senior officers of the rank of SRO-II who have been apparently transferred due to their expresing unwillingness for promotion be repatriated with favourable posting in terms of proximity from home.

4) That the mode of reporting /reviewing and accepting of ACRs of departmental officers be so designed that the superiors having objective knowledge of the working of the assessed officer be assigned the respective duty.

The Association remains expecting .

Thanking you,

Sincerely yours,

sd/-
(General Secretary)

Copy to The Land Reforms Commissioner & Principal Sectary, Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department Government of West Bengal for information with request to allot time to the representatives of the Association for deliberation.

sd/-
(General Secretary)

West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

Ref. No 43/WBLLROA/2018-19 Date. 20.11.18

To
The Hon'ble Chief Minister &
Minister-In-Charge,
Land & Land Reforms & Refugee Relief &
Rehabilitation Department,
Government of West Bengal

Sub: Prayer for fruition of departmental proposal for constitution of
State level Land Reforms Service for
departmental officers of the L&LR Department

Hon'ble Madam,

This is to bring to your kind notice that pursuant to your direction in the month of January when we had the rarest occasion of placing before you the deprivation of the departmental officers of this department vis-a-vis other comparable officers, the department was instrumental in framing proposal for betterment of career prospect of the departmental officers of the cadres of R.O./SRO-II/SRO-I. In fact. LRC & Principal Secretary, Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department initiated the proposal in File 552-LRC & Pr.Secretary/2018 and considering the sphere of comparable officers of other departments like Commercial Tax, Panchayat & Rural Development, Registration, etc., proposed constitution of State level Land Reforms Service comprising the departmental officers ensuring the possibility of their vertical mobility through Scale Nos. 16, 17, 18 and 19 (scales referring to ROPA'98) so that the departmental officers are not forced to part with the parent department after serving 15-20 years in the department and they are brought at a level platfrom with officers of other departments.

The file moved through Finance Department and also P&AR Department and apparently there is no basic reservation of the corresponding departments in accepting the proposal of the Land & Land Reforms & Refugee Relief & Rehabilitation Department. But, Strangely, of late, the file is stagnant and the long-cherished wish of the departmental officers is being frustrated.

At this Juncture, we look forward to your Highness, and appeal that the Government be gracious enough to ensure that the State Service as considerd comprising the departmental officers be a reality in the nearest future.

Thanking you

Sincerly yours,
sd/-
(General Secretary)

West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

Ref. No 47/WBLLROA/2018-19 Date. 20.12.18

To
The Director of Land Records & Surveys and
Jt. Land Reforms Commissioner,
West Bengal

Sub: Memorandum on impending issues that need to be addressed

Sir,

TheAssociation represents the cadres of R.O./SRO-II & SRO-I and the member-officers of the Association are serving as BL&LRO / SDL&LRO / Dy.DLLRO / Asst. LAO / Addl.LAO, etc. across the State of West Bengal.

At the onset, the Association would like to convey a very warm welcome to this onerous Chair that is yours now and would accept this opportunity as given to raise some very pertinent and relevant issues.

The issues follow:

1. The matter of promotion from the rank of R.O. to SRO-II : The chair of DLR&S is central to the career prospect of the officers of the ranks as already stated and the promotion form the respective ranks to higher rank is initiated by the L&LR and RR&R Department on the basis of vacancy statement as provided by the DLR&S. As per our estimation, there is a vacancy of about sixty (60) SRO-IIs in the ISU wing of the Department and even there are examples of few blocks being run by officers on multiple charges. We would expect that this office be responsive enough to look into this aspect and the eligible officers be getting the chance to be promoted within the month of December so that they can avail themselves of the incremental effect.

2. The matter of transfer of officers of the rank of SRO-II : There exists a policy in the Department whereby the officers serving districts distant from home are rotated after 3 years / 4 years / 5years in different zones, depending on whether they are posted in North Bengal/Purulia or in the Middle Bengal (i.e, excepting district like North 24parganas, South 24 parganas, Howrah, Hugli, Kolkata) or in the districts of North 24 parganas, South 24 parnagans, Howrah and Hugli, so that the hardship generated vide distant posting is mitigated and distributed among the officers. As per such policy there are nearly a hundred (100) number of officers in the rank of SRO-II who are eligible for district transfer and as per the latest circular of the Department, the office of the DLR&S with approval of L&LR and RR&R Department, is executing such transfer and posting order(s). Vis-a-vis, the promotion as stated above or otherwise, the Association would expect that the transfer of the eligible officers be executed at the earliest.

3. The matter of transfer of Revenue officers vide order No. 300/976/B-II/18 dated 10.12.2018 : As stated above, it is only in keeping with an established policy that the officers who are serving outside their home district for 3-4 years are given an opportunity to serve from their home district before the cycle again starts when they are promoted to the rank of SRO-II. It is only in keeping with this concept of employee welfare that the officers were due to return to their home district. But it is very painful for the respective officers to serve Purulia again before moving on to the home district as they are already outside home for long. The Association expects that these officers be sent to heir destined districts at the earliest, otherwise they shall lose the zeal to work which may squarely affect the quality of work done at Purulia.

4. Preparation of Record at Coochbehar Enclaves : With the Amendment as in Sec.3B of WBLR Act, 1955, it is only a matter of time that khatians are distributed and objections in Form-IX are invited in the enclaves. As the concept of work is completely new (as there not being any registered instrument), it is submitted by the Association that a guideline in the Form of General Instruction be made over to the officers at Coochbehar for legitimate and peaceful completion of the work.

5. Infrastructural issues at BL&LRO : The Association also addresses some pertinent issues related to infrastructure at ground level offices, i.e. BL&LRO / RI offices where a large number of people across the society interact regularly. The Association demands the following infrastructural support for smooth functioning -

i) Vehicular support round the year at BL&LRO office .

ii) Permanent Advance to the BLLROs for meeting regular office expenses.

iii) Uninterrupted power supply and internet connectivity.

iv) Filling up of huge vacancies in posts like RI,Amin, BS,UDA, LDA, Gr.D, etc.

6. Offering guidelines to the lower offices in time and manner that would not expose them to vulnerability at the hands of general public : This is particularly with reference to the development of the ever-evolving software (presently e-Bhuchitra) and with summary submission that the designing and execution of the software should not be such as to defy the existing provisions of Law,Act (presently there are greyv area (s) in respect of transfer from ST to ST, in respect of mutation with permissive possessor, to cite a few). In this connection, the Association would also request the DLR&S to exercise reassessment of the Circular 2555 dated 26.07.2017 and to particularly review that beyond such circular what has been the fate of the innumerable Miscellaneous petitions as are regularly submitted at the BL&LROs and as per present direction are being transmitted to DL&LRO for permission before execution.

The Association is looking forward to positive and considerate redress of the issues and the Association urges that DLR&S, being very pivotal, to the functioning of the officers, the Association would ever look up to him for various issues that may crop up.

Thanking you

Sincerly Yours,
sd/-

(General Secretary)

West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

Ref. No 48/WBLLROA/2018-19 Date. 04.01.19

To,
The Land Reforms Commissioner &
Principal Secretary Land & Land Reforms And
Refugee Relief & Rehabilitation Department,
Government of West Bengal

Sub: Views of Deptt./Dte.in key issues like Conversion/Bargadar, etc.

Sir,

During interaction with the DL&LROs in various districts, particularly after their meeting on 21st-22nd December, 2018 the Association has got wary that many officers in the rank of RO/SRO-II may face "show-cause" /DP, etc. apparently for notion of the District Authorities that are completely contrary to the prevalent Act(s)/Rule(s)/Law(s), etc.

We lay down the area(s) of typical concern :

1) It appears that the DL&LROs are holding the notion that name of a "Bargadar" can never be eliminated from ROR except when such action is accentuated by causes as in Sec.20B(5) of WBLR Act, i.e. the "Bargadar" is compensated as per LA Act of 1894 for use of the land for the purpose as in 1st proviso to Sec.14Y of WBLR Act.

We have certain basic questions :

i) What would happen if a "Bargadar" is lawfully terminated as per provision of Sec.17 and such termination is excuted as per provision of Sec.20(2) of WBLR Act?

ii) What would happen if the "Bargadar" himself or any close relation of the "Bargadar purchasas the land from the Raiyat/Owner?

iii) What would happen if the land in which "Bargadar" is recorded is having no agricultural activity and may even be used for Homestead/Godown/Shop.etc.?

In respect (i) above, the understanding of the Association is that in such cases, the RO empowered u/s 50and vide provision of Sec.50(1)(f) would correct ROR by eliminating "Bargadar" and the order of officer empowered u/s 18(1) of the Act would be the reason for proceeding u/s 50 of the Act.

In respect of (ii) and particularly when Sec.2(2) of the Act has been amended with retropective effect from 7/8/69 vide the (Amendment) Act of 2000, it is the understanding of the Association that the empowered officer u/s 18(1) vide provision of Sec.18(2) of the Act and Rule 6(5a) of WB(Bargadar) Rules, 1956 can dispose such prayers by holding that the relationship of owner-Bargadar does not hold in these cases and on the basis of such order u/s 18(1), the RO empowered u/s 50 may correct ROR by elimination "Bargadar" from ROR. The notion that the DL&LROs hold is that since the causes as in the Sec.2(2) is not reason for termination of "Bargadar", so much action cannot be taken apparently because officer empowered u/s 18(1) can only deal with termination of "Bargadar" and that too. if prayers are made within three years but what is being overlooked is that the legislature has kept alternate provision in Sec.18(2) which is backed by Rules too. If we do not consider these prayers, we are probably undermining the validity of the (Amendment) Act of 2000.

In respect of (iii) above, it is to submit that while dealing with these prayers we must remember that Chapter-III of WBLR Act is applicable only for "agricultural" land and if the land does not remain

"agricultural" then the provision of Chapter-III do not apply and in that cases also the officer empowered u/s 18(1) vide provision of Sec.18(2) can hold that the relationship of owner-Bargadar does not subsist and on such order of empowered officer u/s 18(1) of the Act, the prescribed authority u/s 50 of the WBLR Act can correct ROR by eliminating "Bargadar". However, this being a very sensitive issue, it is felt by the Association, that before proceeding as at (iii) above, the safeguards in the form of certification from Agricultural Department, etc., may be adopted.

Thus in respect of 1) It is felt that the Deptt./Dte. be more practical in tutoring the DL&LROs for otherwise there are multi-faceted problems:

a) The RO/BL& LRO would be subject to "Show-cause"/DP for apparent lawful proceeding.

b) The ROR and field would be at mismatch which is against the basic principal of NLRMP.

In fact, presently "possessors" recording can only be corrected vide online permission of DL&LROs in "e-Bhuchitra" software, the unlawful and rampant action, if adopted, by field level officers have already been addressed. Thus, there is no cogent reason that we should create a culture to withold the rightful actions as at (i), (ii) and (iii) to protect the interest of bogus "Bargadars" for WBLR Act vide its prescription in Sec.14 never sends the signal to promote the Directive principles for the purpose of these nonexistent beneficiaries.

2) Secondly, Many DL&LROs are also of the view that pursuant to WBLR (3rd Amendment) Act, 2017 and pursuant to Notification No.2221-LP/417/04-IS (Pt.V) dtd.21.6.18, all cases of regularization, irrespective of area(s), shall be applied for in From 1D and regularization shall be subject to approval of Department.

However, the Association is of the understanding that cases of regularization below 0.03 acres in urban area(s) and 0.08 acres in rural area(s) would continue to be done by BL&LROs upon application in Form 1C and on realization of 25 times of land revenue, the cut-off date being 07/11/2017

The Association in this respect submits that the Department/Dte. may isue crystal claer instruction in this regard particularly as Dte. had earlier issued Memo.No. 15/4916(18)/C/13 dtd. Alipore, 24.09.14 when the date was not notified.

The Association submits and expects that the Department/Directorate shall be responsive enough to form a lawful and practical view considering the ground reality and officers are not subject to departmental wrath for rightful citizen-centric work(s) and neither the citizens are deprived of their rightful claim to live Record-of-Rights.

Thanking you,

Sincerely yours,
sd/-
(General Secretary)